POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022

আল্লাহ্‌র বাণী

وَمَنْ يَّكْسِبْ خَطِيْٓئَةً
اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهٖ بَرِيْٓـًٔا
فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا ○

এবং যে কেহ কোনও ত্রুটি বা পাপ অর্জন করে, অতঃপর উহা কোন নির্দোষ ব্যক্তির উপর আরোপ করে, তাহা হইলে নিশ্চয় সে মিথ্যা এবং প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।

(সূরা নিসা, আয়াত: ১১৩)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ

খণ্ড 5

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

বদর
সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা 46

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

www.akhbarbadarqadian.in

12 নভেম্বর, 2020 ● 25 রবিউল আওয়াল 1442 A.H

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যদের নিকট হুযূর আনোয়ারের সুসাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং হুযুরের যাবতীয় উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়ার আবেদন রইল। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর বাণী

জুমার দিন গোসল করা, মিসওয়াক করা এবং সুগন্ধি ব্যবহার করা পছন্দনীয়

৮৭৭) হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্য থেকে যখন কোনও ব্যক্তি জুমার দিন নামায পড়তে আসে, তার স্নান করা উচিত।

৮৭৯) হযরত আবু সঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'জুমার দিন স্নান করা প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির জন্য আবশ্যক।

(৮৮০) হযরত আবু সঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'প্রত্যেক যুবকের জন্য জুমার দিন গোসল করা আবশ্যক। সেই সঙ্গে সে যেন মিসওয়াক (দাঁতন) করে এবং যদি পাওয়া যায় তবে সুগন্ধিও ব্যবহার করে।

(হযরত সৈয়্যদ যয়নুদ্দীন আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ সাহেব বলেন, জুমার দিনের শ্রেষ্ঠত্বের কথা মাথায় রেখে সেই দিনটিতে গোসল করা আবশ্যক। অনুরূপভাবে মিসওয়াক করা এবং সুগন্ধি লাগানোও আবশ্যক। এই কাজগুলি করা পছন্দীয় হওয়ার কারণে আবশ্যক, কিন্তু এগুলি ছাড়া নামাযই হবে না, এমনভাবে ফরয বা অনিবার্য নয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জুমা)

এই সংখ্যায়

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী
খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২ অক্টোবর ২০২০
হুযুর আনোয়ার (আই.) সফর বৃত্তান্ত

নিতান্ত আক্ষরিক তথা কঠোরভাবে অলঙ্কারবর্জিত অর্থ গ্রহণের কারণে ইহুদীদের উপর এই বিপদ নেমে এসেছিল যে, তারা মসীহ (আ.) কে অস্বীকার করতে থাকে। আমাদের যুগের মোল্লা ও মৌলবীরাও সেই একই দুর্বিবাকে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাঁরা এই প্রতীক্ষায় আছেন যে মসীহ ও মাহদী এসে যুদ্ধ করবেন। কিন্তু খোদা তা'লার অভিপ্রায় কখনই এমনটি ছিল না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

'আবু লাহাব' ও 'হাম্মালাতাল হাতাব' এর অর্থ

কুরআন করীমে আবু লাহাব তথা আগুনের পিতা শব্দটি দ্বারা কোনও ব্যক্তি বিশেষকে নির্দেশ করেনা, বরং এটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এই শব্দ এমন ব্যক্তির জন্য ব্যবহৃত হয়, যার স্বভাবে প্রবল রোষানল রয়েছে। অনুরূপভাবে 'হাম্মালাতাল হাতাব' (জ্বালানী কাঠ বহনকারিনী) বলতে এমন অসূয়া মহিলাকে বোঝানো হয় যে পরচর্চার মাধ্যমে পুরুষদের মাঝে অনিষ্টের অগ্নি প্রজ্জলনের কাজে নিযুক্ত থাকে।

জাগতিক সম্পদ এবং শাসন ক্ষমতা ঈর্ষার বিষয় নয়। কিন্তু দোয়া ঈর্ষার বিষয় হওয়া কাম্য। আজকে আমি আমার সমস্ত বন্ধুদের জন্য, যাদের নাম বা চেহারা আমি স্মরণ করতে পারি, অনেক দোয়া করেছি। তারা হয়তো এখানে উপস্থিত আছে কিম্বা অনুপস্থিত আছে। আমি তাদের জন্য এত দোয়া করেছি যে,যদি তা শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের জন্য করা হত, তবে তা সতেজ হয়ে উঠত। এটি আমার বন্ধুদের জন্য একটি বিরাট নিদর্শন।

মাত্রাতিরিক্ত আক্ষরিকতা বিভ্রান্তির জন্ম দেয়।

নিতান্ত আক্ষরিক তথা কঠোরভাবে অলঙ্কারবর্জিত অর্থ গ্রহণের কারণে ইহুদীদের উপর এই বিপদ নেমে এসেছিল যে, তারা মসীহ (আ.) কে অস্বীকার করতে থাকে। শুধু তাই নয়, আমাদের নবী (সা.)কেও তারা অস্বীকার করতে থেকেছে। তাদের ধারণা ছিল যে মসীহর আগমণ হবে এক বাদশাহর বেশে, যিনি দাউদের সিংহাসনে পূর্ণ বৈভব ও মহিমায় সমাসীন হবেন। আর তাদের এও বিশ্বাস ছিল যে তাঁর আগমণের পূর্বে আকাশ থেকে এলিয়া (আ.) অবতরণ করবেন। কিন্তু মসীহ এসে ইয়ুহ্‌নাকে এলিয়া বললেন আর নিজে বাদশাহ না হয়ে এমন বিনয় প্রদর্শন করলেন যে,নিজের মাথা বাঁচানোর আশ্রয়টুকুও পেলেন না। এমন ইহুদীরা তাঁকে কিভাবেই বা মেনে নিতেন,যারা একেবারে আক্ষরিক অর্থের কল্পনা নিয়ে বসে ছিল। কাজেই তারা প্রবল শক্তিতে তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল আর আজও করছে। আমাদের যুগের মোল্লা ও মৌলবীরাও সেই একই দুর্বিবাকে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাঁরা এই প্রতীক্ষায় আছেন যে মসীহ ও মাহদী এসে যুদ্ধ করবেন। কিন্তু খোদা তা'লার অভিপ্রায় কখনই এমনটি ছিল না। বুখারীতে লিপিবদ্ধ 'ইয়াজাউল হারব' (অর্থাৎ তিনি যুদ্ধ রহিত করবেন) শব্দটিই এই বিবাদের মীমাংসা করে দিয়েছিল। তা সত্ত্বেও এরা শান্তি ও নিরাপত্তার দূতকে গ্রহণ করতেই চায় না। (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ২২০-২২১)

আল্লাহর নিকট বৈধ বিষয়গুলির মধ্যে সব থেবে বেশি অপছন্দনীয় বিষয় হল তালাক।

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন: 'রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, 'اِنَّ اَبْغَضَ الْحَلَالِ عِنْدَ اللّٰهِ الطَّلَاقُ' অর্থাৎ আল্লাহর নিকট বৈধ বিষয়গুলির মধ্যে সব থেবে বেশি অপছন্দনীয় বিষয় হল তালাক। তালাক যখন হালাল বা বৈধ জিনিস গুলির মধ্যে সব থেকে বেশি অপছন্দনীয়, তবে একজন মোমিন যার অন্তরে খোদা তা'লার ভালবাসা রয়েছে, সে কিভাবে সেই বিষয়ের কাছে যেতে পারে যার সম্পর্কে সে জানে যে সেটি আল্লাহ তা'লার নিকট অপছন্দনীয়। প্রত্যেক বিষয় যা বৈধ, তা করতেই হবে, এমনটি জরুরী নয়। প্রত্যেক ব্যক্তিই জানে যে, বানারস, কোলকাতা, মাদ্রাস, বোম্বাই ইত্যাদি স্থানে গমন করা বৈধ, কিন্তু সেই সব জায়গায় কয়জনই বা গিয়েছে। যদি হালাল বা বৈধের এটিই অর্থ হয় যে অবশ্যই করতে হবে, তবে এমন হওয়া উচিত ছিল যে যাদের কাছে এই শহরগুলিতে যাওয়ার জন্য অর্থকড়ি ছিল না, তারা নিজেদের বিষয়-সম্পত্তি বিক্রি করে এই বৈধ কাজটি অবশ্যই করত। কিন্তু মানুষ যে এই পথ অবলম্বন করছে না, তা থেকে জানা যায়, তারা মনে করে, যে বিষয়টি বৈধ,তা অবশ্যই করতে হবে এমনটি আবশ্যক নয়। বরং উপযুক্ত সময় ও সুযোগ বিবেচনা করাও আবশ্যক। যদি একটি হালাল কাজ করতে গিয়ে অপ্রিয় পরিস্থিতির অবতারণা হয়, তবে এমন কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে।

(শেষাংশ পরের সংখ্যায়)

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৫ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ইউরোপ সফর

(সাক্ষাতকারের শেষাংশ....)

জার্মানীর খ্যাতনামা পত্রিকা DIE ZEIT এর অনলাইন সংস্করণের সম্পাদক তাহের আহমদ চৌধরী সাহেব হুযুর আনোয়ার (আই.) এর সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন।

তাহের আহমদ চৌধরী সাহেব একজন আহমদী যুবক, যিনি ইউনিভার্সিটিতে সাংবাদিকতার শিক্ষা অর্জন করছেন। পত্রিকায় কাজ করেন। বহু রাজনীতিক, ক্রীড়াবিদ, সমাজবিজ্ঞানীর তিনি সাক্ষাতকার নিয়েছেন।

*সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, লোকে বলে পৃথিবীতে এত বেশি সংগঠন রয়েছে, যাদের প্রত্যেকেরই দাবি,'আমরা প্রকৃত মুসলমান'। তাই কোনও অমুসলিম প্রকৃত মুসলমানকে কিভাবে চিনবে সে বিষয়ে আপনার কাছে কোনও পরামর্শ আছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আসল কথা হল সকলেই নিজেকে মুসলমান হিসেবে দাবি করুক, এতে আপত্তির কিছু নেই। আমি তো পূর্বেই বলেছি, যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্ পাঠ করে সে মুসলমান। ভিন্ন প্রসঙ্গটি হল প্রকৃত মুসলমান কে আর কে নয়? এর উত্তর পাওয়ার জন্য আমাদেরকে তার কাছে যেতে হবে যাকে আল্লাহ্ তা'লা ইসলাম সহকারে প্রেরণ করেছেন। সেই সত্তা হলেন আঁ হযরত (সা.) আর তিনিও একথাই বলেছেন যে, যেভাবে অতীতে ইহুদীদের বাহাত্তরটি দল ছিল, এখানে ইসলামের তিয়াত্তরটি দল হয়ে যাবে আর তিয়াত্তরতম যে দলটি হবে, সেটি একটি জামাত বা সম্প্রদায় হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হবে।

এই ফির্কা বা দল কিভাবে গঠিত হল? প্রধান ফির্কা দুটি, সুন্নি ও শিয়া। এরপর এগুলিও বিভিন্ন উপদলে বিভক্ত হয়ে গেছে। সুন্নীদের মধ্যে চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশটি ফির্কা রয়েছে। শিয়াদের মধ্যেও সমসংখ্যক ফির্কা রয়েছে। প্রধান প্রধান যে ফিকাহ রয়েছে যেগুলির উপর পরিচালিত হয় তা চারটি। হানাফি, শাফি, মালিকি, হাম্বিলি। কিন্তু ফির্কা বা দল বাহাত্তরটি। প্রত্যেক মৌলবী নিজের নিজের দল গঠন করে রেখেছে। এ বিষয়ে কয়েক সপ্তাহ পূর্বে আমি একটি খুতবাতেও বলেছিলাম। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) এর কয়েকটি উদ্ধৃতি ছিল যে, কিভাবে প্রত্যেক মৌলবী বলে যে কোনটি তার ধর্মমত। যদিও সাধারণ মানুষ যখন বলে যে, আমার ধর্ম এই, তখন এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, আমি এই বিষয়টি বিশ্বাস করি বা অমুক ফিরকার অনুসারী। কিন্তু অপরদিকে কোনও ধর্মীয় নেতা হিসেবে কেউ যখন বলে যে , এটি আমার ধর্ম, তখন তা অর্থ হল, তোমরা আমার কাছে আস, আর অমুক মৌলবীকে ত্যাগ কর। এটি আমার মসজিদ আর এটি আমার ধর্ম। সেটি তোমাদের ধর্ম আর তোমাদের ধর্ম। এরপর পরস্পরকে গালি দাও আর পরস্পরের পিছনে নামায পড়ো না।

প্রত্যেক ফির্কাই তো অপর ফির্কাকে কাফের বলে। কাউকে কাফের বলা কারোর অধিকার নেই। যে ব্যক্তি কলেমা পড়েছে সে মুসলমান। তবে যে ব্যক্তি আঁ হযরত (সা.)-এর নির্দেশ অমান্য করে, তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আগমণকারী মসীহ ও মাহদীকে মানে না, সে অবশ্যই কাফের বা অমান্যকারী। এদিক থেকে দেখলে কুফরের অর্থ অস্বীকারও হয়ে থাকে অর্থাৎ যে কোনও সত্তাকে অস্বীকার করা।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, জামাত আহমদীয়াকে একটি সংস্কারধর্মী দল হিসেবে দেখা হয়। জামাতে আহমদীয়ার প্রতিষ্ঠাতা কোন্ কোন্ বিষয়ে সংস্কার করেছেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রশ্ন হল, এটিতো আপনার দেওয়া পরিভাষা যে সংস্কারধর্মী দল হিসেবে জামাতকে দেখা হয়। একথা না আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন না তাঁর রসূল বলেছেন যে, কেবল সংস্কারধর্মী দল এটি। আল্লাহ্ তা'লা সূরা জুমায় বলেছেন, আঁ হযরত (সা.) যে ধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন, সেই ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের মধ্যে পশ্চাতে আগমণকারী কিছু লোক হবেন। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, ঈমান যদি সপ্তর্ষিমণ্ডলেও চলে যায়, তবে এঁদের মধ্য থেকে কতক ব্যক্তি তা পৃথিবীর বুকে ফিরিয়ে আনবেন। অর্থাৎ প্রতিশ্রুত মসীহকে মানক্যকারী তা ফিরিয়ে আনবেন। কাজেই এভাবে যখন ধর্মকে সঠিক অর্থে প্রতিষ্ঠিত করে দিবেন, তখন ধর্মের মূলত দুটি প্রধান কাজ থাকে। যেমনটি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, সেই দুটি কাজ হল, প্রথমত মানুষের সঙ্গে খোদার সম্পর্ক সাধন করা, দ্বিতীয়ত, মানুষের অধিকার প্রদান করা। মানুষ যখন খোদার সঙ্গে মিলিত হয় এবং খোদার কারণে সব কিছু করার চেষ্টা করে, তখন সে অসৎ কর্ম করতেই পারে না।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে আদেশ করেছেন, 'অভাবীদের প্রতি যত্নবান হও, অনুরূপভাবে অনাথ, পথিক, নিজ প্রতিবেশী, স্ত্রীদের প্রতি যত্নবান হও এবং সন্তানদের সঠিক প্রতিপালন কর। এইরূপ আরও অনেক নির্দেশ রয়েছে। যত্নবান হওয়ার অর্থ হল, আত্মসংশোধন করা এবং তাদের প্রতি যত্নবান হও।এটি ততক্ষণ পর্যন্ত হওয়া সম্ভব নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না বাস্তবে খোদাকে বিশ্বাস করবে। মানুষ যখন কোনও কাজ করে, যেমন এদেশে অনেকে চুরি করা থেকে বিরত থাকে বা ভয় করে। কিম্বা কোনও এলাকায় যায় না। তারা এমনটি এজন্য করে যে, তারা পুলিস বা আইনের ভয়ে ভীত। আপনি যদি তাদেরকে এখানে খোলাখুলি অনুমতি দিয়ে দেন এবং কোনও আইন বা শৃঙ্খলা না থাকে, তবে প্রত্যেকের নৈতিক অধঃপতন ঘটবে। তাই আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে যখন সম্পর্ক থাকবে আর তাঁর কারণেই মানুষ সব কিছু করবে, তাঁর অধিকার প্রদান করবে, তখন তাঁর আদেশ অনুসারে অপরের অধিকারও সে প্রদান করবে। অতএব এই সংস্কারধর্মী দলটি প্রতিষ্ঠার কারণ, আমরা জানি যে আমাদের ধর্ম একটি পরিপূর্ণ ধর্ম। এই ধর্ম আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী করে আর পৃথিবীতে মানুষের অধিকারও পাইয়ে দেয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আইন-শৃঙ্খলা প্রসঙ্গে আমার মনে পড়ল যে, সম্প্রতি পাকিস্তান থেকে কেউ আমাকে একটি পত্রিকার কাটিং পাঠিয়েছিল, যাতে একটি মিছিল বের হচ্ছে যাদের হাতে রয়েছে সেমি অটোমেটিক রাইফেল, তারা বিক্ষোভ প্রদর্শন করছে। নীচের ছবির ক্যাপশন দেওয়া হয়েছে,'এরা ঘুটকি অঞ্চলের দস্যু, যারা এই নিয়ে বিক্ষোভ করছে যে পুলিশ আমাদের উপর জুলুমবাজি করছে। আমাদের ততটা উপার্জন নেই, কিন্তু এরা আমাদের কাছে প্রতিমাসে বা প্রতি দুই মাসে এক লক্ষ করে টাকা নিচ্ছে।" তারা যে বিক্ষোভ করছে, লোকেদের লুট করছে সে কথা কোনও রাখঢাক না রেখেই প্রকাশ্যে স্বীকার করছে আর বলছে তাদের লুটের মাল ততটা নয়, যতটা পুলিস তাদের কাছ থেকে নিচ্ছে- কিন্তু পুলিস তাদের বলছে না যে মাল কম হোক বা বেশি, তোমরা মানুষের ঘরে ডাকাতি তো করছই। পুলিসের এসপি সাহেব তাদেরকে গ্রেপ্তার করে জেলে পুরে দেওয়ার পরিবর্তে বিবৃতি দিচ্ছেন যে, ডাকাতেরা মিথ্যা বলছে। আমরা তাদের কাছ থেকে অত টাকা নিই না। অতএব আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতির যখন এমন ভয়াবহ দশা হয়, তখন সংশোধন আর কি হবে!

আমরা যে সংশোধনের কথা বলি, সেটি হল এই যে, ইসলামের দুটি নীতি রয়েছে। খোদার ইবাদত করা, তাঁর অধিকার প্রদান করা এবং বান্দা বা মানুষের অধিকার প্রদান করা। আর যখন বান্দাদের অধিকার প্রদান করা হবে, তখন সেটিই সংশোধনের বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি ইতিপূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এখানেই একবার কোনও এক প্রফেসর এসেছিলেন, তাঁকেও আমি বলেছিলাম যে, একবার মাও সেতুং এর শাসনামলে পাকিস্তানের মন্ত্রীসভার একটি দল চীন সফরে গিয়েছিল। সেই দল তাঁকে জিজ্ঞাসা করে যে,আপনারা অনেক উন্নতি করেছেন। এত বিপুল সংস্কারমূলক কাজ আপনারা কিভাবে করতে পারলেন? সে উত্তর দিয়েছিল, তোমরা আমাকে কেন জিজ্ঞাসা কর? যাও নিজেদের রসূলের কিতাব পড়, সেখানে সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। তোমরা সেগুলির উপর আমল কর, দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবে। অতএব কুরআন করীম হল সংশোধনকারী কিতাব। ধর্মের পাশাপাশি সংশোধনও করে।

কাজেই প্রকৃত বিষয় হল আমরা যখন সত্যিকার মুসলমান হয়ে উঠব, তখন আমাদের সংশোধনও হয়ে যাবে আর অন্যদের সংশোধন করার যোগ্যতাও অর্জন করব। দুদিন পূর্বে আখান-এর আপনাদের একাধিক সংসদ সদস্য এবং আরও অনেকে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। আমি সেই কথাগুলিকেই কুরআনের উদ্ধৃতি দিয়ে উপস্থাপন করেছিলাম, যা শুনে অনেকের যে মন্তব্য এসেছিল তা হল, এই শিক্ষা এমন উচ্চকোটির শিক্ষা যা প্রত্যেকের অবলম্বন করা উচিত। অতএব এই সংশোধনই আমরা করব আর এই সংশোধনই ইসলাম করে থাকে।

এরপর ১০ পাতায়....

জুমআর খুতবা

এরা কতই না সৌভাগ্যবান! যারা এ জগতেও আল্লাহতা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন এবং পরবর্তী জগতেও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকারী হবেন।

মহানবী (সা.) বদরী সাহাবী, আমীনুল উম্মাত, আশারায়ে মুবাশ্বেরার মযার্দাবান সাহাবী হযরত আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রা.) পবিত্র জীবনালেখ্য।

তিনজন মরহুমীনের স্মৃতিচারণ ও জানাযা গায়েব। তাঁরা হলেন– প্রফেসর ডক্টর নঈমুদ্দীন খটক সাহেব শহীদ (পেশাওয়ার), স্নেহের উসামা সাদিক সাহেব (জামেয়া আহমদয়া জার্মানীর ছাত্র) এবং মাননীয় সেলিম মালিক সাহেব (জামিয়া আহমদীয়া ইউকে–র শিক্ষক) ।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদে মুবারক, টিলফোর্ড, থেকে প্রদত্ত ৯ অক্টোবর , ২০২০, এর জুমুআর খুতবা (৯ ইখা, ১৩৯৯ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

اَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

তাশাহ্হুদ, তা'উয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.)বলেন: গত খুতবায় হযরত আবু উবায়দার স্মৃতিচারণ হচ্ছিল। আজ তার বাকি অংশ বর্ণিত হবে। ইয়ারমুকের যুদ্ধের নামকরণের কারণ হিসেবে স্মরণ রাখতে হবে যে 'ইয়ারমুক' সিরিয়ার পার্শ্ববতী অঞ্চলে অবস্থিত একটি উপত্যকার নাম। ১৫ হিজরী সনে সিরিয়ায় সবচেয়ে বড় যুদ্ধ ইয়ারমুক উপত্যকায় ইয়ারমুক নদীর তীরে সংঘটিত হয়েছিল। রোমানরা বাহান–এর নেতৃত্বে প্রায় আড়াই লক্ষ যোদ্ধা রণক্ষেত্রে নিয়ে আসে। অপরদিকে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল প্রায় ত্রিশ হাজার, যাদের মাঝে রসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সাহাবী ছিলেন এক হাজার, আর তাদের মাঝে প্রায় এক শত বদরী সাহাবী ছিলেন।

পরামর্শের পর মুসলমানরা সাময়িকভাবে হিমস থেকে নিজেদের সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করে নেয় এবং সেখানকার খ্রিষ্টানদের বলে, আমরা যেহেতু সাময়িকভাবে তোমাদের সুরক্ষা প্রদান থেকে অব্যাহতি নিচ্ছি তাই তোমাদের জিযিয়া তোমাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে, (অর্থাৎ তাদের কাছ থেকে যে ট্যাক্স বা কর নেওয়া হতো, তা ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে) কেননা আমরা তোমাদের সেই সেবা দিতে পারছি না, যে উদ্দেশ্যে জিযিয়া নেওয়া হচ্ছে। সুতরাং হিমসবাসীদেরকে তাদের জিযিয়া ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সেই অর্থের পরিমাণ ছিল কয়েক লক্ষ স্থানীয় মুদ্রা। উক্ত অর্থ যখন তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় তখন খ্রিষ্টানরা মুসলমানদের সততা ও ন্যায়পরায়নতার কারণে কাঁদছিল আর ঘরের ছাদে উঠে দোয়া করছিল যে, হে দয়ালু মুসলিম শাসকগণ! খোদা তোমাদের পুনরায় ফিরিয়ে আনুন। মুসলমানদের হিমস থেকে পিছু হটার কারণে রোমানদের ধৃষ্টতা আরো বৃদ্ধি পায় আর তারা এক বিশাল বাহিনীসহ ইয়ারমুক পৌঁছে মুসলমানদের মোকাবিলার জন্য শিবির স্থাপন করে। কিন্তু মনে মনে তারা মুসলমানদের ঈমানী উদ্দীপনায় ভীতও ছিল। তাই তারা সন্ধির আকঙ্ক্ষী ছিল এবং চেষ্টা করছিল যেন সন্ধি স্থাপিত হয়। রোমান সেনাপতি বাহান জর্জ নামের রোমান দূতকে মুসলিম বাহিনীর কাছে প্রেরণ করে। সে যখন মুসলিম বাহিনীর কাছে পৌঁছে তখন মুসলমানরা মাগরিবের নামায আদায় করছিল। সে মুসলমানদের বিগতলিত চিত্তে কাকুতিমিনতি করে খোদার সম্মুখে সিজদাবনত হতে দেখে খুবই প্রভাবিত হয়। সে হযরত আবু উবায়দাকে কয়েকটি প্রশ্ন করে, যার মাঝে একটি ছিল, হযরত ঈসা (আ.) সম্পর্কে আপনার কী বিশ্বাস? হযরত আবু উবায়দা পবিত্র কুরআনের এই আয়াত

يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ لَا تَغْلُوْا فِيْ دِيْنِكُمْ وَ لَا تَقُوْلُوْا عَلَى اللّٰهِ اِلَّا الْحَقَّ اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَ كَلِمَتُهٗ اَلْقٰىهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَ رُوْحٌ مِّنْهُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَ رُسُلِهٖ وَ لَا تَقُوْلُوْا ثَلٰثَةٌ اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ سُبْحٰنَهٗٓ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗ وَلَدٌ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِي الْاَرْضِ وَ كَفٰى بِاللّٰهِ وَكِيْلًا (النساء:172)

(সূরা নিসা: ১৭২) পাঠ করেন অর্থাৎ, হে আহলে কিতাব! নিজেদের ধর্মে বাড়াবাড়ি করো না, আল্লাহ্ তা'লা সম্পর্কে সত্য ছাড়া কিছু বলো না। নিশ্চয় মসীহ্ ঈসা ইবনে মরিয়ম কেবল আল্লাহ্র একজন রসূল ও তাঁর কলেমা বা বাণী, যা তিনি মরিয়মের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে এক রূহ স্বরূপ। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান আনো। আর (খোদাকে) তিন বলো না। (এ থেকে) বিরত হও, এতেই তোমাদের কল্যাণ নিহিত। নিশ্চয় আল্লাহ্ই একমাত্র উপাস্য। তিনি এ থেকে পবিত্র যে, তাঁর কোন পুত্র থাকবে। যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূপৃষ্ঠে রয়েছে– তা তাঁরই। আর কার্যনির্বাহক হিসেবে আল্লাহ্ তা'লাই যথেষ্ট।

এরপর পরবতী আয়াত পাঠ করেন, لَنْ يَّسْتَنْكِفَ الْمَسِيْحُ اَنْ يَّكُوْنَ عَبْدًا لِّلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُوْنَ. (সূরা আন্ নিসা: ১৭৩)

অর্থাৎ, মসীহ্ কখনো এই বিষয়টিকে অপছন্দ করবেন না যে, তাকে আল্লাহ্র এক বান্দা হিসেবে গণ্য করা হবে আর (আল্লাহ্র) নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্তাগণও (এটি অপছন্দ করবে না)।

জর্জ পবিত্র কুরআনের এই শিক্ষা শুনে উদাত্ত কণ্ঠে বলে উঠে, নিঃসন্দেহে এগুলোই মসীহ্র বৈশিষ্ট্য। সে আরো বলে, তোমাদের নবী সত্য এবং সে দূত মুসলমান হয়ে যায়। এরপর সে নিজবাহিনীতে ফিরে যাওয়ার পক্ষে ছিল না। কিন্তু হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, রোমানরা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের ধারণা করবে,তাই তুমি ফিরে যাও। তিনি আরো বলেন, আগামীকাল এখান থেকে যে দূত যাবে, তার সাথে চলে এসো। হযরত আবু উবায়দা (রা.) খ্রিষ্টান সেনাদের ইসলামের তবলীগ করেন আর ইসলামী সাম্য, ভ্রাতৃত্ব এবং ইসলামের নৈতিক শিক্ষা তাদের সামনে তুলে ধরেন। পরের দিন হযরত খালিদ (রা.) তাদের কাছে যান, কিন্তু কোন ফলাফল আসেনি এবং যুদ্ধের প্রস্তুতি আরম্ভ হয়ে যায়। (ইসলামী) সেনাদলের পেছনে মুসলমান নারীরা ছিলেন, যারা যুদ্ধের সময় সৈন্যদের পানি পান করাতেন, আহতদের সেবা–শুশ্রূষা করতেন আর গাযীদের উৎসাহ দিতেন। সেসব নারীর মধ্যে হযরত আসমা বিনতে আবু বকর, হযরত হিন্দ বিনতে উতবা,[তিনি হযরত আবু সুফিয়ান (রা.)–এর সহধর্মিণী ছিলেন আর মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছিলেন] এবং উম্মে আবান প্রমুখ ছিলেন। যুদ্ধের প্রাক্কালে হযরত আবু উবায়দা (রা.) মুসলমান নারীদের সম্বোধন করে বলেন, হে জিহাদকারিণীগণ! তাঁবুর খুঁটিগুলো উপড়ে হাতে নিয়ে নাও, পাথর দিয়ে নিজেদের ঝুলিগুলো পূর্ণ করে নাও আর মুসলমানদেরকে যুদ্ধের জন্য অনুপ্রাণিত কর। তাদেরকে বল যে, আজ তোমাদের মোকাবিলা হবে এবং তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। বিজয় আসন্ন দেখলে স্বস্থানেই বসে থেকো আর যদি মুসলামানদের পিছু হটতে দেখ, তাহলে তাদের মুখে খুঁটিগুলো ছুঁড়ে মেরো এবং তাদের ওপর পাথর বর্ষণ করে তাদেরকে যুদ্ধক্ষেত্রে ফেরত পাঠাবে আর নিজেদের সন্তানদের উপরে তুলে ধরে তাদেরকে বলবে, যাও নিজেদের পরিবার–পরিজন এবং ইসলামের খাতিরে নিজেদের প্রাণ বিসর্জন দাও। এরপর তিনি পুরুষদের এভাবে সম্বোধন করেন যে, হে আল্লাহ্র বান্দারা! খোদার সাহায্যার্থে অগ্রসর হও । তিনি তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদেরকে অবিচলতা দান করবেন। হে আল্লাহ্র বান্দাগণ! ধৈর্যধারণ কর, কেননা ধৈর্যই কুফরী থেকে মুক্তির মাধ্যম, খোদাকে সন্তুষ্ট করার উপায় এবং লজ্জা মোচনকারী।

নিজেদের সারি ভাঙবে না, যুদ্ধের সূচনা তোমরা করবে না, যুদ্ধ তোমরা আরম্ভ করবে না, বর্শাগুলো তাক কর, ঢালগুলো হাতে নিয়ে নাও আর জিহ্বাকে খোদার স্মরণে সিক্ত রাখ যেন খোদা নিজ ইচ্ছা পূর্ণ করেন। অর্থাৎ যুদ্ধের সূচনা করবে না, কিন্তু যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেলে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না।

শত্রু সৈন্যদের সম্মুখে তখন স্বর্ণের ক্রুশ ছিল আর তাদের অস্ত্রের ঝলকানি ছিল চোখ ধাঁধানো , উপরন্তু তারা আপাদমস্তক লোহায় আবৃত ছিল, অর্থাৎ বর্ম পরিহিত ছিল। সেদিন তারা নিজেদের পায়ে বেড়িও পরে নিয়েছিল (এ সংকল্প নিয়ে) যে, আমরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করব না, হয় মারব, না হয় মরব। পাদ্রিরা ইঞ্জিলের বিভিন্ন উদ্ধৃতি পাঠ করে তাদেরকে উত্তেজিত করছিল। কাফের সেনারা সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় সম্মুখে অগ্রসর হয়,(দু'আড়াই লক্ষ সেনা ছিল পক্ষান্তরে এরা ছিল মাত্র ত্রিশ হাজার) আর যুদ্ধ আরম্ভ হয়। শুরুর দিকে রোমানদের পাল্লা ভারী ছিল আর তারা মুসলমানদের কোণঠাসা করতে আরম্ভ করে বা পিছু হটতে বাধ্য করে।

খ্রিষ্টানরা গোপনে জেনে নিয়েছিল যে, মুসলমানদের মাঝে সাহাবী কে কে? এরপর তারা তাদের কতক তিরন্দাজকে একটি টিলার ওপরে বসিয়ে দেয় এবং তাদেরকে নির্দেশ প্রদান করে যে, তারা যেন বিশেষভাবে সাহাবীদেরকে নিজেদের তিরের লক্ষ্যে পরিণত করে। তারা জানতো যে, প্রথম সারির লোক নিহত হলে বাকি সৈনিকদের মনোবল এমনিতেই ভেঙে যাবে আর তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে পালাবে। এরফলে বেশ কয়েকজন সাহাবী নিহত হন আর কয়েকজনের চোখও নষ্ট হয়ে যায়। এই অবস্থা দেখে আবু জাহলের পুত্র ইকরামা, যিনি মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছিলেন, যিনি মক্কা বিজয়ের দিন মহানবী (সা.)-এর সমীপে এই নিবেদন করেছিলেন যে, দোয়া করুন যেন আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে পূর্বকৃত ভুল অর্থাৎ অতীতের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করার তৌফিক দান করেন। তিনি নিজের কতক সঙ্গীকে নিয়ে হযরত আবু উবায়দার কাছে আসেন আর নিবেদন করেন যে, সাহাবীরা অনেক বড় বড় কাজ করেছেন, এখন আমরা যারা পরবর্তীতে এসেছি, আমাদেরকে পুণ্য লাভের সুযোগ দেওয়া হোক, আমরা শত্রুসেনার প্রাণকেন্দ্রে অর্থাৎ মধ্যভাগে হামলা করব আর খ্রিষ্টান জেনারেলদের হত্যা করব। হযরত আবু উবায়দা বলেন, এটি বড়ই বিপজ্জনক কাজ, এভাবে যতজন যুবক যাবে তারা সবাই নিহত হবে। ইকরামা বলেন, এ কথা ঠিক, কিন্তু এছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই। আপনি কি এটি পছন্দ করবেন যে, আমরা যুবকরা বেঁচে থাকব আর সাহাবীরা নিহত হবে। মুসলমান হওয়ার পর তার মাঝে এক ঈমানী উদ্দীপনা ছিল, আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে প্রাণ উৎসর্গ করার এক ব্যাকুলতা ছিল। ইকরামা বার বার চারশ' সৈন্য নিয়ে শত্রুবাহিনীর কেন্দ্রস্থলে আক্রমণ করার অনুমতি চাইতে থাকেন। অবশেষে তার এই পীড়াপীড়ির কারণে হযরত আবু উবায়দা তাকে অনুমতি প্রদান করেন। তখন তিনি শত্রু সৈন্যদলের কেন্দস্থলে আক্রমণ করেন আর তাদের পরাজিত করেন, কিন্তু সেই যুদ্ধে তাদের মধ্য থেকে অধিকাংশ যুবক শহীদ হন আর মুসলমানরা রোমানদের কোণঠাসা করে তাদের পরিখার দিকে নিয়ে যায়, যা তারা নিজেদের পেছনে খনন করে রেখেছিল। তারা যেহেতু নিজেদেরকে শিকলে বেঁধে নিয়েছিল, যাতে কেউ দৌড়ে পালাতে না পারে, তাই তারা একের পর এক সেই পরিখায় পতিত হতে থাকে। একজন পতিত হলে সাথে আরো দশজনকে নিয়ে পতিত হতো। আশি হাজার কাফের পিছু হটতে হটতে ইয়ারমুক নদীতে ডুবে মারা যায়। এক লক্ষ রোমানকে মুসলমানরা যুদ্ধের ময়দানে হত্যা করে। আর প্রায় তিন হাজার মুসলমান শহীদ হন। এটি ছিল ইয়ারমুকের যুদ্ধ।

(গোলাম বারি সাঈফ রচিত রওশন সিতারে, ২য় খণ্ড, পৃ: ২১-২৫) (তফসীরে কবীর, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১৮১) (মুজামুল বালদান, ৫ম খণ্ড, পৃ: ৪৯৭)

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে,বিশেষভাবে যুদ্ধের শেষ অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, যুদ্ধ শেষে মুসলমানরা বিশেষভাবে ইকরামা এবং তার সাথীদের অনুসন্ধান করে দেখতে পায় যে, তাদের মধ্য থেকে ১২ জন গুরুতর আহত অবস্থায় রয়েছে, তাদের একজন ছিলেন ইকরামা। একজন মুসলমান সৈন্য তার কাছে আসে এবং ইকরামাকে অত্যন্ত শোচনীয় অবস্থায় দেখে বলে, হে ইকরামা! আমার কাছে পানির মশক আছে, তুমি কিছুটা পানি পান করে নাও। ইকরামা মুখ ফিরিয়ে দেখে তার পাশেই হযরত আব্বাসের পুত্র হযরত ফযল আহত অবস্থায় পড়ে আছেন। ইকরামা সেই মুসলমানকে বলেন, আমার আত্মাভিমান এটি সহ্য করতে পারবে না যে, যে সকল লোকেরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-কে সে সময় সাহায্য করেছিল যখন আমি তাঁর চরম বিরোধী ছিলাম, তারা এবং তাদের সন্তানরা পিপাসায় মারা যাবে আর আমি পানি পান করে জীবিত থাকব,(একে অপরের জন্য ত্যাগের এক নব উদ্যম সৃষ্টি হয়েছিল) একারণে প্রথমে তাকে, অর্থাৎ হযরত ফযল বিন আব্বাসকে পানি পান করাও। যদি কিছু রয়ে যায় তাহলে তা আমার কাছে নিয়ে এসো। সেই মুসলমান হযরত ফযলের কাছে যায়। তিনি পরবর্তী আহত ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, প্রথমে তাকে পানি পান করাও, সে আমার চেয়ে বেশি অধিকার রাখে। সে সেই আহত ব্যক্তির কাছে গেলে তিনি পরবর্তী আহত ব্যক্তির দিকে ইঙ্গিত করে বলেন, সে আমার চেয়ে বেশি অধিকার রাখে, প্রথমে তাকে পানি পান করাও। এভাবে সে যে সৈন্যের কাছেই যায়, সে তাকে অপরজনের কাছে পাঠিয়ে দেয় আর কেউ পানি পান করেনি। যখন সে আহত শেষ ব্যক্তির কাছে পৌঁছে, ততক্ষণে তিনি মৃত্যু বরণ করেন। অতঃপর সে দ্বিতীয় জনের কাছে ফিরে আসে আর এভাবে অবশেষে ইকরামার কাছে আসে কিন্তু তারা সবাই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।

(আনোয়ারুল উলুম, খণ্ড-২৬, পৃধ ২৩০-২৩১)

সিরিয়ার লোকেরা বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী ছিল, ভাষার ভিন্নতা ছিল, তাদের বংশও ছিল ভিন্নভিন্ন। হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ্ তাদের মাঝে ন্যায়বিচার ও সাম্য প্রতিষ্ঠা করে দিলেন। অভ্যন্তরীন শান্তি ও নিরাপত্তা পূণর্বহাল করলেন, প্রত্যেককে ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রদান করলেন আর এই ইসলামী প্রেরণ সঞ্চার করলেন যে, সবাই আদম সন্তান এবং সকলে ভাই ভাই আর মানুষ হওয়ার দৃষ্টিকোণ থেকে কারো সাথে কারো কোন পার্থক্য নেই। অথচ অনেক জায়গায় মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলা হয় যে, গায়ের জোরে নাকি মুসলমান বানানো হয়েছে! তিনি (রা.) ঐ রোমানদেরকেও ধর্মীয় স্বাধীনতা দিয়েছেন। বিভিন্ন গোত্রের পরিচিতি সুস্পষ্ট করেছেন, শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা করেছেন, ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর প্রচেষ্টায় সিরিয়াতে বসবাসরত আরবরা এবং খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীরা ইসলামের ক্রোড়ে আশ্রয় নিলেন। তবলীগের ফলেই তারা ইসলামে প্রবেশ করেছেন, বাহুবলে নয়। এছাড়া মুসলমানদের আদর্শ দেখেই তারা এসেছেন, যা ইতিপূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া রোমান ও খ্রিষ্টানরাও তাঁর (রা.) আদর্শে প্রভাবিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। ইয়ারমুক বিজয়ের কয়েকদিন পূর্বে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা.)-এর প্রয়াত হন এবং হযরত উমর (রা.) খলিফা নির্বাচিত হন। হযরত উমর (রা.) সিরিয়ার তত্ত্বাবধান এবং সেনাদলের নেতৃত্বের ভার হযরত আবু উবায়দা (রা.)-এর স্কন্ধে অর্পণ করেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) যখন হযরত উমর (রা.)-এর পক্ষ থেকে মনোয়নপত্র পৌঁছে, সে মুহূর্তে যুদ্ধ ছিল তুঙ্গে। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) তখন সেনাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন, তাই হযরত আবু উবায়দা বিষয়টি প্রকাশ করেন নি। হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা.) যখন এ বিষয়ে অবগত হলেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনি উক্ত বিষয়টি কেন গোপন করলেন? হযরত আবু উবায়দা (রা.) বললেন, যেহেতু আমরা সে মুহূর্তে শত্রুর মুখোমুখী ছিলাম, তাই আমি কোনভাবে আপনাকে মনঃকষ্ট দিতে চাই নি। মুসলমানরা বিজয় লাভ করার পর হযরত খালিদের বাহিনী ইরাক ফিরে যাওয়ার প্রাক্কালে হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত খালিদ (রা.)কে কিছুসময় নিজের কাছে রেখে দেন। হযরত খালিদ (রা.) যাত্রাকালে লোকদের উদ্দেশ্যে বলেন, তোমরা আনন্দিত হও কেননা এখন তোমাদের অভিভাবক হলেন এই উম্মতের 'আমিন' অর্থাৎ হযরত আবু উবায়দা (রা.)। তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.) বলেন, আমি মহানবী (সা.)কে বলতে শুনেছি, খালিদ বিন ওয়ালিদ আল্লাহ্ তা'লার তরবারিসমূহের একটি। বস্তুত এমন ভালবাসা ও সম্মানজনক পরিবেশে উভয় নেতা একে অপরের কাছ থেকে বিদায় নিলেন।

(গোলাম বারি সাঈফ রচিত রওশন সিতারে, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৬-২৭)

এটিই হলো মু'মিনের তাকওয়া । খ্যাতিরও বাসনা নেই, লোক দেখানোরও আকাঙ্খা নেই কর্মকর্তা সাজার বা পদেরও বাসনা নেই। লক্ষ্য কেবল একটিই আর তা হল, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভ করা এবং আল্লাহ্ তা'লার রাজত্ব পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা করা। অতএব এরাই হলেন

নুরুল ইসলাম বিভাগের অধীনে

এই টোলফ্রি নম্বরে ফোন করে আপনি আহমদীয়া মুসলিম জামাত সম্পর্কে জানতে পারেন।

টোলফ্রী নম্বর: 1800 103 2131

সময়: প্রত্যহ সকাল ৮:৩০টা থেকে রাত ১০:৩০ পর্যন্ত। (শুক্রবার ছুটি)

আমাদের জন্য উত্তম আদর্শ আর প্রত্যেক কর্মকর্তার বরং প্রত্যেক আহমদীর উচিত– এ বিষয়গুলো নিজেদের দৃষ্টিতে রাখা।

বায়তুল মাকদাস বিজয়ের ইতিহাস বর্ণনা করা হচ্ছে। এটিও হযরত আবু উবায়দা (রা.)–এর সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। হযরত আমর বিন আস (রা.)–এর নেতৃত্বে ইসলামী সেনাদল ফিলিস্তিনের দিকে অগ্রসর হয়। তারা যখন ফিলিস্তিনের শহরগুলো জয় করে বায়তুল মাকদাস অবরোধ করেন তখন হযরত আবু উবায়দা (রা.)–এর সেনাদলও তাদের সাথে যোগ দেয়। খ্রিষ্টানরা অবরোধে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে সন্ধিপ্রস্তাব দেয় কিন্তু শর্ত বেঁধে দেয় যে, স্বয়ং হযরত উমর (রা.) এসে যেন শান্তিচুক্তি করেন। হযরত আবু উবায়দা (রা.) এই প্রস্তাব সম্প র্কে হযরত উমর (রা.)কে অবহিত করেন। হযরত উমর (রা.) হযরত আলী (রা.)–কে নিজের স্থলাভিষিক্ত বানিয়ে ১৬ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসে মদীনা থেকে যাত্রা করে দামেস্কের উপকণ্ঠে জাবিয়া নামক স্থানে পৌঁছেন। সেখানে পৌঁছলে উপস্থিত নেতারা উপস্থিত থেকে তাঁকে স্বাগত জানায়। তিনি (রা.) বলেন, আমার ভাই কোথায়? লোকেরা জিজ্ঞেস করল, হে আমিরুল মু'মিনিন! আপনি কার কথা বলছেন? তিনি (রা.) বললেন, আবু উবায়দা (রা.)। লোকেরা বলল, তিনি এখনি এসে পড়বেন। ইতিমধ্যে হযরত আবু উবায়দা (রা.) উটনীতে আরোহন করে এসে উপস্থিত হন এবং সালাম দিয়ে কুশল বিনিময় করেন। হযরত উমর (রা.) অন্য সবাইকে প্রস্থান করতে বলেন এবং নিজে হযরত আবু উবায়দা (রা.)–এর সাথে তার আবাসস্থলে যান। তার ঘরে গিয়ে দেখেন যে, সেখানে কেবল একটি তরবারী, ঢাল, চাটাই এবং একটি পাত্র ছাড়া আর কিছুই নেই। হযরত উমর (রা.) বললেন, হে আবু উবাইদা, তোমার নিজের বাড়িতে যৎসামান্য জিনিসপত্র হলেও রাখা উচিত ছিল । ঘরে কিছু জিনিস হলেও রাখা উচিত। হযরত আবু উবাইদাহ (রা.) বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! বাড়িতে জিনিসপত্র রাখলে তা আমাদেরকে সুখ–স্বাচ্ছন্দে অভ্যস্ত করে তুলবে। বাড়ির জন্য জিনিসপত্র আমি নিতে পারি ঠিকই, তবে এর ফলে আমি জাগতিক আরাম ও সুযোগ সুবিধা দেখে সেগুলোতেই নিমজ্জিত হয়ে যাবে। এ কারণে আমি বাড়িতে এমন কিছু রাখা পছন্দ করি না।। এসময়ে একটি প্রাণোদ্দীপক ঘটনাও ঘটে। এটি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে । এ ঘটনা হলো হযরত বেলাল (রা.) এর আযান দেওয়া সংক্রান্ত। হযরত বেলাল মহনবী (সা.) এর তিরোধানের পর আযান দেওয়া বন্ধ করে দেন। একদিন যখন নামাযের সময় হয়, তখন লোকেরা হযরত উমর (রা.) এর নিকট এসে নাছোড় হয়ে নিবেদন করেন, তিনি যেন হযরত বেলালকে (রা.) আযান দেওয়ার আদেশ দেন। হযরত উমরের (রা.) নির্দেশে যখন হযরত বেলাল (রা.) আযান দেন, তখন সকলেই আবেগপ্রবণ ও অশ্রুসজল হয়ে পড়েন। তাদের মাঝে হযরত উমর (রা.) সবচেয়ে বেশি আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন, কেননা এই আযান তাকে মহানবী (সা.)–এর যুগের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

(গোলাম বারি সাঈফ রচিত রওশন সিতারে, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৮–৩০)

রোমানদের শেষ চেষ্টা সম্বন্ধে বর্ণিত আছে যে, ১৭ হিজরি সনে রোমানরা মুসলমানদের হাত থেকে ইরাক পুনরুদ্ধারের একটি শেষ চেষ্টা করেছিল। উত্তর সিরিয়া, আলজাজিরা এবং উত্তর ইরাক ও আরমেনিওদের কুর্দ, বেদুইন, খৃষ্টান ও ইরানীরা হেরাকেলের কাছে আবেদন জানাল, যেন মুসলমানদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাদের সাহায্য করা হয়। তারা নিজেদের পক্ষ থেকে ত্রিশ হাজার সৈন্য সম্বলিত একটি দল প্রদানের আশ্বাস দেয়। যদিও তখন পর্যন্ত হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা.) আরব উপদ্বীপের অধিকাংশ এলাকা জয় করে ফেলেছিলেন। কিন্তু সেখানকার মরুবাসীদের ওপর তখনও আধিপত্য বিস্তার লাভ হয় নি। রোমান সম্রাটের নৌ–বাহিনী তখনও বহাল ছিল। অতএব তিনি এটিকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করেন এবং বিরাট এক নৌ–বাহিনী নিয়ে আক্রমণ করেন। অন্যদিকে বেদুইন গোত্রগুলোর এক বিশাল বাহিনী হিমস অবরোধ করে ফেলে এবং উত্তর সিরিয়ার কতক শহর বিদ্রোহ ঘোষণা করে। হযরত আবু উবায়দা (রা.) হযরত উমর (রা.)কে সাহায্য প্রেরণের পত্র লেখেন। হযরত উমর (রা.) হযরত সা'দ বিন আবি ওয়াককাস (রা.)কে তাৎক্ষনিক কুফা থেকে সৈন্য প্রেররণের আদেশ দেন। অতএব হযরত সা'দ (রা.) কাকাহ বিন আমরের নেতৃত্বে একটি সেনাদল কুফা থেকে প্রেরণ করেন। তাসত্ত্বেও রোমান সৈন্যদল এবং মুসলমার সৈন্যদলের সংখ্যার মাঝে বিরাট পার্থক্য ছিল। আবু উবায়দা (রা.) সেনাদের উদ্দেশ্যে এক প্রাণোদ্দীপক বক্তৃতা করেন এবং বললেন, হে মুসলমানগণ! আজ যারা অবিচলতা প্রদর্শন করবে এবং জীবিত থাকবে তারা রাজত্ব ও সম্পদ লাভ করবে আর যারা মারা যাবে তারা শাহাদতের পদমর্যাদা লাভ করবে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রসুল করীম (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মুশরিক না হওয়া অবস্থায় মারা যাবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। দুই পক্ষের মাঝে যুদ্ধ হল। মুসলমানদের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্বল্প সময়ের মধ্যেই রোমানদের ভিত নড়ে গেল এবং সিরিয়ার সীমান্তবর্তী শহর মারাজুদ দিবাজ থেকে দশ মাইল দূরে মাসিসা নামক পাহাড়ী উপত্যকা পর্যন্ত আত্মরক্ষার্থে তারা পালাতে থাকে আর এরপর কখনও কায়সারের সিরিয়ায় সেনা অভিযান পরিচালনার সাহস হয়নি।

(আশারায়ে মোবাশ্বেরা, রচনা–বশীর সাজিদ, পৃ: ৮১৬–৮১৭) (সীরুস সাহাবা, রচনা– মাঈনুদ্দীন নাদবী, ২য় খণ্ড,পৃ: ১৩১) (মুজামুল বালদান, ৫ম খণ্ড,পৃ: ১১৮, দারুল কুতুবল ইলমিয়া, বেইরুত)

তাউন (তথা প্লেগ) আমওয়াস। এটি রামলা থেকে বায়তুল মাকদাসের পথে ছয় মাইলের দূরুত্বের একটি উপত্যকা। ইতিহাসের পুস্তকাবলীতে লিপিবদ্ধ আছে, একে তাউনে আমওয়াস বলার কারণ হলো এখান থেকে এই রোগের সূচনা হয়েছিল। এ রোগের কারণে সিরিয়ায় অসংখ্য মানুষ মারা গিয়েছিল। অনেকের মতে এর ফলশ্রুতিতে প্রায় ২৫ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এর বিশদ বিবরণ বুখারীর একটি রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আব্বাস বর্ণনা করেন, যখন হযরত উমর সারখ নামক স্থানে পৌছেন যা সিরিয়া এবং আরবের সীমান্তবর্তী এলাকার তাবুক উপত্যকার একটি গ্রাম যা মদীনা থেকে তের রাতের দূরুত্বে অবস্থিত। প্রাচীন কালে এভাবেই লিখা হত। এর অর্থ হল, সহস্র মাইলের কাছাকাছি দূরত্ব হবে। সেখানে পৌঁছলে সৈন্যবাহিনী সহ হযরত আবু উবায়দা ও তার সঙ্গীদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। তারা হযরত উমরকে জানান যে, সিরিয়ায় প্লেগ মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে। পরামর্শ করার জন্য হযরত উমর প্রথম যুগের মুহাজিরদেরকে নিজের কাছে ডাকেন। হযরত উমর তাদের সাথে পরামর্শ করেন, কিন্তু (এ বিষয়ে) মুহাজিরদের মধ্যে মতভেদ দেখা দেয়। কারও কারও মত ছিল যে 'এখান থেকে পিছু হটা উচিত হবে না; পক্ষান্তরে কতক বলেন, 'এই বাহিনীতে রসূলুল্লাহ্ (সা.)–এর সম্মানিত সাহাবীগণ অন্তর্ভুক্ত আছেন আর তাদেরকে এই মহামারীর মুখে ঠেলে দেওয়া সঙ্গত নয়।' হযরত উমর মুহাজিরদের ফেরত পাঠান এবং আনসারদের ডাকেন ও তাদের সাথে পরামর্শ করেন। কিন্তু আনসারদের মধ্যেও মুহাজিরদের মত মতপার্থক্য দেখা দেয়। হযরত উমর আনসারদেরকে ফেরত পাঠান এবং বলেন, 'কুরায়শের বয়োঃবৃদ্ধদের ডাক, যারা মক্কাবিজয়ের সময় ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় এসেছিল।' তাদেরকে ডাকা হল। তারা সবাই একবাক্যে পরামর্শ দিল, 'এঁদেরকে সাথে নিয়ে ফিরে চলুন; মহামারি–কবলিত এলাকায় তাদেরকে নিয়ে যাবেন না।' হযরত উমর সকলের মধ্যে ফিরে যাওয়ার ঘোষণা করার নির্দেশ দেন। হযরত আবু উবায়দা তখন প্রশ্ন তুলেছিলেন, 'আল্লাহ্‌র নিয়তি কি এড়ানো সম্ভব?' হযরত উমর তখন হযরত আবু উবায়দাকে বলেন, 'হে আবু উবায়দা, হায়! তুমি না হয়ে অন্য কেউ যদি এই কথা বলতো। হ্যাঁ, আমরা আল্লাহ্‌র নির্ধারিত (এক) নিয়তি থেকে এড়িয়ে আল্লাহ্‌রই নির্ধারিত (আরেক) নিয়তির দিকে যাচ্ছি।' কেননা একটি নিয়তিকে এড়িয়ে অপর নিয়তির দিকে যাচ্ছি কেননা তাও আল্লাহ্‌রই নির্ধারিত; । তিনি আরও বলেন, 'যদি তোমার কাছে উট থাকে আর তুমি সেগুলো নিয়ে এমন উপত্যকায় যাও যার দু'টি প্রান্ত রয়েছে– একটি সবুজ–শ্যামল এবং অপরটি শুকনো–রুক্ষ। এখন ব্যাপারটি কি এমন না যে তুমি যদি নিজের উটগুলো সবুজ–শ্যামল স্থানে চরাও, তবে সেটিও আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিয়তি; আর তুমি যদি সেগুলো শুকনো স্থানটিতে চরাও, তাও আল্লাহ্‌র নির্ধারিত ভাগ্য?' বর্ণনাকারী বলেন, "ইতিমধ্যে হযরত আব্দুর রহমান বিন অওফ–ও চলে আসেন, যিনি এতক্ষণ তার কোন ব্যস্ততার কারণে উপস্থিত হতে পারেন নি। তিনি নিবেদন করেন, আমার কাছে এ বিষয়ের সমাধান আছে এ আমি এ বিষয়টি জানি। আমি রসূলুল্লাহ্ (সা.)–কে বলতে শুনেছি, 'যখন তোমরা কোন স্থানে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হওয়ার সংবাদ শুন সেখানে যাবে না। আর তোমরা যে স্থানে

যুগ খলীফার বাণী

" প্রত্যেক আহমদীর নিজের পাঁচ ওয়াক্তের নামায নিয়মিত পড়ার প্রতি এবং বা-জামাত নামায পড়ার প্রতি মনোযোগ আছে কি না তা পর্যালোচনা করে দেখা উচিত।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১১ অক্টোবর, ২০১৯)

দোয়াপ্রার্থী: Abdur Rehman Khan, Manager Lilly Hotel (Gwahati)

রয়েছ সেখানে যদি এমন কোন রোগের প্রাদুর্ভাব হয়, তবে সেখান থেকেও পালিয়ে বাইরে যাবে না'।" একথা শুনে হযরত উমর আল্লাহ্‌র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং ফিরে যান।"

(সহী বুখারী, কিতাবুত তিব, হাদীস-৫৭২৯)

আমওয়াসের প্লেগ সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেন:হযরত উমর (রা.) যখন সিরিয়া যান এবং সেখানে প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটে, যা আমওয়াসের প্লেগ নামে পরিচিত, এবং হযরত আবু উবায়দা ও মুসলিম-বাহিনী তাকে স্বাগত জানায়, তখন সাহাবীরা পরামর্শ দেন যে 'যেহেতু অত্র এলাকায় এখন প্লেগের মহামারী ছড়িয়ে পড়েছে, তাই আপনার ফিরে যাওয়া উচিত'। হযরত উমর এই পরামর্শ গ্রহণ করে সিদ্ধান্ত নেন যে তিনি ফিরে যাবেন। হযরত আবু উবায়দা বাহ্যিক বিষয়ের ওপর খুব জোর দিতেন। তিনি যখন এই সিদ্ধান্ত জানতে পারেন, তখন তিনি বলেন, 'আ তাফির্‌রু মিনাল কাযা?' 'আপনি কি ঐশী নিয়তি থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন?' হযরত উমর বলেন, 'আফির্‌রু মিন কাযায়িল্লাহি ইলা কাদারিল্লাহ্'; 'আমি আল্লাহ্‌র নির্ধারিত নিয়তি থেকে তাঁর নির্ধারিত তকদীরের দিকে যাচ্ছি।' অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত রয়েছে, আর একটি সাধারণ সিদ্ধান্ত ; উভয় সিদ্ধান্তই তাঁরই, অন্য কারও নয়। আমি তাঁর সিদ্ধান্ত এড়াচ্ছি না, বরং তাঁর এক সিদ্ধান্ত হতে অপর সিদ্ধান্তের দিকে যাচ্ছি। ইতিহাসে লেখা আছে, হযরত উমর যখন প্লেগের সংবাদ পান তিনি পরামর্শ করার জন্য লোকজনকে একত্রিত করেন। তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'সিরিয়ায় প্লেগের প্রাদুর্ভাব ঘটেই থাকে এমন পরিস্থিতিতে মানুষজন কী করে? তারা বলে, প্লেগ দেখা দিলে মানুষ এদিক সেদিক চলে যায় এবং প্লেগ দুর্বল হয়ে পড়ে অর্থাৎ শহরে না থেকে আশপাশের উন্মুক্ত জায়গায় চলে যায়। এই পরামর্শের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, খোদা তা'লা একটি সাধারণ নিয়মও বানিয়ে রেখেছেন অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্লেগকবলিত অঞ্চল থেকে পালিয়ে আশপাশের উন্মুক্ত স্থানে চলে যায় সে বেঁচে যায়। সুতরাং এই বিধানও যেহেতু খোদা তা'লারই বানানো তাই তার কোন বিধানের আমি বিরুদ্ধাচরণ করছি না। বরং তার সিদ্ধান্ত থেকে অন্য তকদীরের প্রতিই ফিরে যাচ্ছি অর্থাৎ খোদা তা'লা বিশেষ নিয়মের বিপরীতে তার সাধারণ নিয়মের প্রতি প্রত্যাবর্তন করছি। অতএব তুমি বলতে পারবে না যে, আমি পলায়ন করছি, আমি তো কেবল এক আইন থেকে তাঁর অপর আইনে প্রত্যাবর্তন করছি।

(তফসীরে কবীর, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৭০-১৭১)

হযরত উমর মদিনা ফিরে আসেন কিন্তু প্লেগ মহামারি ছড়িয়ে পড়ায় তিনি খুবই বিচলিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। একদিন হযরত উমর হযরত আবু উবায়দাকে পত্র লিখে পাঠান যে, তোমার সাথে আমার একটি অতীব জরুরী কাজ রয়েছে তাই এই পত্র পাওয়া মাত্রই মদিনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করো। পত্র যদি রাতে প্রাপ্ত হও তাহলে সকাল হবার অপেক্ষা করো না আর যদি পত্র সকালে পৌঁছে তাহলে রাতের অপেক্ষা করো না। হযরত আবু উবায়দা উক্ত পত্র পড়ে বলেন, আমি আমীরুল মোমেনীনের প্রয়োজনীয়তা জানি, আল্লাহ হযরত উমর (রা.)-এর প্রতি কৃপা করুন তিনি তাকে টিকিয়ে রাখতে চাইছেন যে জীবিত থাকার নয়। তিনি হযরত ওমরের দুশ্চিন্তার বিষয়টি আঁচ করতে পেরেছিলেন। অতঃপর তিনি উক্ত পত্রের উত্তর দিয়ে বলেন, হে আমীরুল মোমেনীন আপনার কথা আমি বুঝতে পেরেছি, আপনি আমাকে ডাকবেন না এখানেই থাকতে দিন। আমি মুসলমান সিপাহীদের একজন, যা হবার হবে আমি এ থেকে কিভাবে বিমুখ হতে পারি? হযরত উমর (রা.) এই পত্র পাঠ করে কেঁদে ফেলেন। তিনি তখন মুহাজেরদের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। তারা জিজ্ঞেস করেন, হে আমীরুল মোমেনীন! হযরত আবু উবায়দা কি ইন্তেকাল করেছেন? তিনি (রা.) বললেন, না, কিন্তু হয়তো ইন্তেকাল করবেন।

(সীয়ারু আলামুন নুবালা, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৮-১৯)

এরপর হযরত উমর (রা.) হযরত আবু উবায়দাকে লেখেন, মুসলমানদেরকে এই অঞ্চল থেকে বের করে স্বাস্থ্যকর কোন এলাকায় নিয়ে যাও। কোন মুসলমান সিপাহী যখনই প্লেগমহামারিতে শহীদ হত, হযরত আবু উবায়দা কেঁদে আল্লাহর কাছে নিজের শাহাদত কামনা করতেন। একটি রেওয়ায়েতে আছে যে, তখন তিনি এই দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! এই শাহাদতে কি আবু উবায়দার পরিবারের কোন অংশ নেই? একদিন হযরত আবু উবায়দার আঙ্গুলে একটি ছোট ফোস্কা দেখা দেয়। এটি দেখে তিনি বলেন, আশা করছি আল্লাহ এই নগন্য জিনিসে বরকত দিবেন আর আশিষ বা বরকত হলে সামান্য জিনিসও অনেক বৃদ্ধি পায়।

ইরবায বিন সারিয়া বর্ণনা করেন যে, হযরত আবু উবায়দা প্লেগে আক্রান্ত হলে আমি তাঁর শুশ্রুষার জন্য তাঁর কাছে গেলাম তখন হযরত আবু উবায়দা আমাকে বলেন, আমি মহানবী (সা.)-কে বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি প্লেগে মারা যায় সে শহীদ, যে উদারাময়ে মারা যায় সেও শহীদ, যে পানিতে ডুবে মারা যায় সেও শহীদ আর যে ছাদ ধসে পড়ে মারা যায় সেও শহীদ। হযরত আবু উবায়দার যখন অন্তিম মুহূর্ত আসে তখন লোকদের তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে একটি নসীহত করছি, তোমরা যদি তা গ্রহণ কর তাহলে উপকৃত হবে। সেই উপদেশ বা নসীহত হলো, তোমরা নামায কায়েম করো, যাকাত আদায় করো, রমযানে রোযা রেখো, দান-খয়রাত করতে থেকো, হজ্জ ও উমরা করো, একে অপরকে পুণ্যকাজের´ নসীহত করো। তোমাদের আমীরদের প্রতি বিশ্বস্ত থেকো তাদেরকে ধোকা দিও না। দেখো, তোমাদের নারীরা যেন তোমাদেরকে আবশ্যকীয় কাজে যেন উদাসীন না করে । মানুষ যদি হাজার বছরও জীবিত থাকে একদিন না একদিন তাকে এই দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয় যেভাবে আমিও চলে যাচ্ছি। আল্লাহ আদম সন্তানদের জন্য মৃত্যু নির্ধারণ করে রেখেছেন। প্রত্যেকেই মৃত্যুবরণ করবে, বুদ্ধিমান সে যে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকে এবং সেই দিনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আমীরুল মোমেনীনকে আমার সালাম পৌঁছে দিবে আর আমার পক্ষ থেকে নিবেদন করবে যে, আমি সমুদয় আমানত আদায় করে দিয়েছি। অতঃপর আবু ওবায়দা বল্লেন, আমাকে আমার ইচ্ছানুযায়ী এখানেই দাফন করো। অতএব, জর্ডানের বিসান উপত্যকায় তাঁর কবর রয়েছে। কতিপয় বর্ণনানুযায়ী হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ্ নামায পড়ার জন্য জাবিয়া থেকে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে যাওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। অপর বর্ননা অনুযায়ী সিরিয়ার ফেহ্‌ল অঞ্চলে তার মৃত্যু হয় এবং বিসান নামক স্থানের পাশে তার কবর রয়েছে। হযরত আবু উবায়দা তাঁর মৃত্যু-শয্যায় হযরত মুয়ায বিন জাবালকে তার স্থলাভিষিক্ত নিযুক্ত করেন। যখন আবু উবায়দার মৃত্যু হয় তখন হযরত মুয়ায লোকদের বলেন, হে লোকসকল! আজ আমাদের মধ্য থেকে সেই ব্যক্তি বিদায় নিয়েছেন যার চাইতে অধিক স্বচ্ছ হৃদয়, হিংসা-বিদ্বেষ মুক্ত, স্নেহপরায়ণ ও শুভাকাঙ্খী মানুষ আমি দেখিনি। দোয়া কর, আল্লাহ্ যেন তার প্রতি স্বীয় করুণারাজী বর্ষণ করেন।

(সিয়ারু আলামুন নুবালা,১ম খণ্ড, পৃ: ২২-২৩) (গোলাম বারি সাঈফ রচিত রওশন সিতারে, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩১-৩২)

হযরত আবু উবায়দা বিন জার্‌রাহ্ ১৮ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তখন তার বয়স ছিল ৫৮ বছর।

(ইসতিয়াব, ২য় খণ্ড, পৃ: ৩৪৩)

একবার হযরত উমর হযরত আবু উবায়দাকে চার হাজার দিরহাম এবং চারশত দিনার পাঠান এবং তার বার্তাবাহককে বলেন, তুমি দেখবে এ অর্থ নিয়ে সে কী করে। এরপর সেই অর্থ নিয়ে বার্তাবাহক যখন হযরত আবু উবায়দার কাছে পৌঁছে তখন হযরত আবু উবায়দা সমুদয় অর্থ লোকদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। বার্তাবাহক ফিরে এসে পুরো বৃত্তান্ত হযরত উমরকে খুলে বলে। তখন হযরত উমর বলেন, আল্লাহ্‌র প্রতি কৃতজ্ঞ যে, তিনি ইসলামে আবু উবায়দার ন্যায় লোক সৃষ্টি করেছেন।

হযরত ওমর একবার তাঁর সঙ্গীদের বলেন, যে কোন কিছুর আকাঙ্ক্ষা কর। একজন বলে, আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, এ ঘর যেন সোনায় ভরে যায় এবং আমি যেন সেগুলো আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যায় করতে পারি। আরেকজন বলে, আমার চাই ঘর যেন হিরে-মাণিক্যে ভরে যায় যাতে আমি সেগুলো আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করতে পারি ও সদকা করতে পারি। হযরত ওমর বলেন, আরো কোন আকঙ্ক্ষার প্রকাশ কর। তারা বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমরা বুঝতে পারছি না, আমরা আর কী আকাঙ্ক্ষা করব? হযরত উমর বললেন, আমার আকাঙ্ক্ষা হল, এ ঘর যেন হযরত আবু উবায়দা বিন জাররাহ (রা.), হযরত মুআয বিন জাবাল (রা.) এবং আবু হুযায়ফার মুক্ত ক্রীতদাস সালেম (রা.) এবং হযরত হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা.)-এর মত লোকদের দ্বারা পূর্ণ হয়। অর্থাৎ এমন লোক দ্বারা এ ঘর পূর্ণ হোক।

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

" কুরআন এবং রসুল করীম (সা.)-এর প্রতি সত্যিকার ভালবাসা এবং প্রকৃত আনুগত্য মানুষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করে।"
(আঞ্জামে আথাম, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১১, পৃ: ৩৪৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

(আল মুসতাদরাক আলাস সালেহীন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫২)

এরা কতই না সৌভাগ্যবান! যারা এ জগতেও আল্লাহতা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করেছেন এবং পরবর্তী জগতেও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনকারী হবেন। তাঁর স্মৃতিচারণ আজ শেষ হল।

কয়েক ব্যক্তির জানাযা পড়াবো; তাদের স্মৃতিচারণ হবে। প্রথম জানাযা আমাদের শহীদের যিনি সম্প্রতি শহীদ হয়েছেন। (তিনি হলেন) পেশাওয়ার নিবাসী ফযল দীন খটক সাহেবের পুত্র প্রফেসর নঈম উদ্দীন খটক সাহেব। ০৫ অক্টোবর দুপুর দেড়টায় বিরোধীরা গুলি করে তাকে শহীদ করেছে। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। সুপিরিয়র সাইন্স কলেজে তিনি অধ্যাপনা করতেন। সেখান থেকে প্রায় দেড়টার সময় অধ্যাপনা শেষে ঘরে ফিরছিলেন; দুইজন মোটরসাইকেল আরোহী এসে তাকে গুলি করে এবং তাকে অকুস্থলেই শহীদ করে দেয়। ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। শহীদের বয়স ৫৬ বছর ছিল। পঁচিশ বছর যাবত শিক্ষা বিভাগের সাথে যুক্ত ছিলেন। কায়েদে আজম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এমফিল করেছিলেন। এরপর বৃত্তি নিয়ে চীন যান এবং সেখানে মাইক্রো এনভাইরোমেন্টাল সাইন্সে পিএইচডি করেন। ফিরে এসে ইসলামিয়া কলেজ ইউনিভার্সিটিতে কাজ করেন। পেশাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়েও অধ্যাপনা করেছেন। পিএইচডি'র ছাত্রদের ইন্টারভিউ প্যানেলের স্থায়ী সদস্য ছিলেন। পাকিস্তানের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তাকে লেকচারের জন্য ডাকত। শিক্ষা বিভাগের সাথেই তিনি বেশী যুক্ত ছিলেন।

তার বংশে আহমদীয়াতের সূচনা তার দাদা রুকনুদ্দীন খটক সাহেবের মাধ্যমে হয়েছে। তিনি করক জেলার অধিবাসী ছিলেন আর দাদী মোহতরমা বিবি নূর নামা সাহেবাও আহমদী হয়েছিলেন।তার দাদির পিতার নাম শের জামান সাহেব, যিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। কাদিয়ান থেকে ফেরার পথে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে তিনি একটি আশিষমণ্ডিত জামাও উপহারস্বরূপ পেয়েছিলেন যা তাদের পরিবারে আজও সংরক্ষিত রয়েছে। শহীদ মরহুমের পিতা ফযল দ্বীন সাহেব গবাদিপশু বিভাগে পশু ডাক্তার ছিলেন এবং ডেপুটি ডিরেক্টর থাকা অবস্থায় অবসর গ্রহণ করেন। তিনি জনপ্রিয় কবিও ছিলেন। তার মা মাহবুবাতুর রহমান সাহেবা শিক্ষা বিভাগে ডেপুটি ডিরেক্টর ছিলেন এবং এপদে থাকতেই তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তার পরিবার কয়েক বছর ধরে বিরোধিতাপূর্ণ পরিস্থিতির মোকাবিলা করে আসছে। শহীদ মরহুমের শ্বশুর এ্যাডভোকেট বশীর আহমদ সাহেব পেশাওয়ারের চিনি পায়াঁ জামাতের প্রেসিডেন্ট ছিলেন এবং ২০১৯ সালে তাকে অপহরণ করা হয়েছিল আর আজও জানা যায় নি যে তিনি কোথায় অর্থাৎ তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায় নি। শহীদ মরহুম জামাতী দায়িত্ব পালনেও উল্লেখযোগ্য গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন। উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও নিরাপত্তার ডিউটির জন্য উপস্থিত থাকতেন। তার বিশেষ বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল অতিথিসেবা, সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, দরিদ্রদের সাহায্য করা, পরিবারে প্রত্যেক সদস্যের প্রতি ভালবাসার সম্পর্ক ছিল। শিক্ষার প্রতি তার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আহমদী ছেলেমেয়েদের বারবার উচ্চশিক্ষা গ্রহণের নসীহত করতেন এবং নিজের ছেলেমেয়েদেরও উচ্চশিক্ষা প্রদান করেন। শহীদ মরহুমের স্ত্রী সাদিয়া বুশরা সাহেবা বলেন, শাহাদতের ১ সপ্তাহ পূর্বে তিনি রাবওয়ায় বেহেশতি মাকবেরায় যান এবং বলেন, হায়! আমরাও যদি এখানে একটু জায়গা পেতাম। আবার পরক্ষণেই বলেন, আমাদের কি আর এখানে কবরস্ত হওয়ারসৌভাগ্য আছে! যাহোক, আল্লাহ্ তা'লা তার বাসনা এভাবে পূর্ণ করেন যে, রাবওয়াতে তিনি কবরস্থ হয়েছেন। শহীদ মরহুমের শ্যালক ডাক্তার মুনীর আহমদ খান সাহেব বর্তমানে তাহের হার্ট ফাউণ্ডেশন-এ কর্মরত আছেন। তিনি বলেন, শহীদ মরহুম তাকে বলেছিলেন, এক বিরোধী প্রফেসর রয়েছে, সে তার ও তার সন্তানদের ছবি অপর বিরোধীদের দেখায় আর এদের হত্যা করার জন্য তাদের প্ররোচিত করে। মরহুমের বাড়ির বাইরেও বিরোধিতামূলক ব্যানার টানানো হয়েছিল। মরহুমের শ্যালক বলেন, মৃত্যুর এক সপ্তাহ পূর্বে তিনি আমার সাথে সাক্ষাত করতে এসেছিলেন। আমি তাকে বললাম, আমাদের সাথে খাবার খান। উত্তরে তিনি বলেন, আমি লঙ্গারখানায় খাব আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর লঙ্গারখানার খাবারের স্বাদ এবং বরকত অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতে কোন সময় আপনার এখানে খাবো। তিনি শোকসন্তপ্ত পরিবারে তার স্ত্রী সাদিয়া নাসীম সাহেবা ছাড়া তিন কন্যা এবং দুই পুত্র রেখে গেছেন। এক মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে আর অপর দুই মেয়ে পড়ালেখা করছে। তার এক ছেলে কলীমউদ্দীন খটক ইঞ্জিনিয়ার অপর ছেলে নূরুদ্দীন খটক প্রথম বর্ষের ছাত্র। তার আরেকজন আত্মীয় অর্থাৎ নাভিদ আহমদ সাহেব পেশাওয়ার জামাতের আমীর হিসেবে জামাতের কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের প্রতি মাগফেরাত ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার পরিবার-পরিজনকে ধৈর্য ধারণের তৌফিক দিন।

দ্বিতীয় জানাযা হল মুহাম্মদ সাদেক সাহেবের পুত্র স্নেহের উসামা সাদেকের, যিনি জামেয়া আহমদীয়া জার্মানীর ছাত্র ছিলেন। সম্প্রতি জার্মানীর রাইন নদীতে ডুবে গিয়ে মৃত্যুবরণ করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তার বয়স ছিল বিশ বছর। পাকিস্তানের গুজরাত জেলার চক সিকান্দরের অধিবাসী ছিলেন। ভাইবোনদের মধ্যে সবার ছোট ছিলেন। পিতামাতা ছাড়া তার পাঁচ বোন এবং এক ভাই আছে। তাদের বংশে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর যুগে তার দাদাদের মাধ্যমে আহমদীয়াত প্রবেশ করে এবং তার দাদা আপন দুই ভাইকে নিয়ে আহমদী হয়েছিলেন। পরবর্তীতে ভাইয়েরা আহমদীয়াত থেকে সরে যায় কিন্তু তার দাদা আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকেন। নানার বংশে তার বড় নানা হযরত শাহ মুহাম্মদ সাহেব এবং তার পিতা হযরত লঙ্গার মুহাম্মদ সাহেবের মাধ্যমে আহমদীয়াত প্রবেশ করে যারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তারা ১৯০৩ সালে জেহলমে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৮৯ সনে চক সেকান্দারে জামা'তি অবস্থা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল। আহমদীদের বিরুদ্ধে অনেক মিছিল মিটিং হয়। তখন স্নেহাস্পদের পিতামাতাকেও অনেক বিরোধিতার শিকার হতে হয়। স্নেহাস্পদের মাতাকেও প্রহার করা হয়। তার পিতা সাদেক সাহেবের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয় আর সেই মামলা সাত বছর পর্যন্ত চলতে থাকে। যাহোক, পরবর্তীতে তারা জার্মানী চলে আসেন। প্রাথমিক কিছুটা পড়ালেখা সে পাকিস্তানেই অর্জন করেছিল আর এখানে এসে সে জামেয়াতে ভর্তি হয়। সম্প্রতিই সে তৃতীয় বর্ষের পড়ালেখা সম্পন্ন করেছিল। কিন্তু যাহোক, আল্লাহ্ তা'লার নিয়তি এমনই ছিল আর তিনি তাকে নিজের কাছে নিয়ে গেছেন।

তার পিতার ভাষ্য হলো মরহুমের যত প্রশংসাই করি না কেন তা যথেষ্ট হবে না। কেননা অল্প বয়সেই সে অনেক কাজ করেছে। একজন ছাত্র হিসেবে সে খুবই মেধাবী ছিল। তার অধিকাংশ সময় কাটতো পড়াশোনায়। করোনার কারণে গত ছয় মাস সে বাড়িতে কাটিয়েছে। বাজামা'ত নামায পড়ার পাশাপাশি সে রমযানের সবগুলো রোযাও রেখেছে আর একই সাথে বাজামা'ত তারাবির নামাযও পড়াতো। ছুটির পর জামেয়া ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিল কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ক্রোড়ে ফিরে যায়। তার মাতা বলেন, সে অনেক গুণের অধিকারী ছিল এবং অত্যন্ত দায়িত্ববোধ নিয়ে সব কাজ করত আর এটি (মাথায় থাকত যে)কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। খুবই সরল প্রকৃতির মানুষ ছিল। খুবই মিতবাক ছিল, প্রয়োজনের সময় কথা বলত। পিতামাতার খুবই অনুগত সন্তান, দৃঢ়চেতা ও ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিল কিন্তু বিচক্ষণ এবং বিভিন্ন ভাষায় গভীর জ্ঞান লাভের চেষ্টা করত। এজন্য সে আরবি, ফার্সি, ইংরেজি ও জার্মান ভাষা শিক্ষার প্রতি বিশেষ মনোযোগী ছিল। জার্মানির ন্যাশনাল সেক্রেটারী তবলীগ ফরিদ সাহেব লিখেন, উসামা বেশ কিছু গুণের অধিকারী ছিল আর সেগুলোর মাঝে একটি গুণ ছিল তবলীগি কার্যক্রমে উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে অংশগ্রহণ করা। মৃত্যুর পূর্বেও সে ক্রমাগত তিন দিন ফ্লায়ার বিতরণের জন্য পূর্ব জার্মানিতে অবস্থান করে। ফ্লায়ার বিতরণের জন্য বলা হলে কখনোই অস্বীকৃতি জানাত না বরং উৎসাহের সহিত অংশগ্রহণ করত। জার্মানি জামেয়া থেকে পাশ করা মুরব্বী সোহেব নাসের বলেন, আমার চেয়ে চার বছর নীচে ছিল কিন্তু ইবাদত করার ক্ষেত্রে সে আমার জন্য আদর্শ ছিল। নামাযের জন্য মসজিদে তাকে অধিকাংশ সময় প্রথম সারিতে দেখেছি, নামাযের পূর্বে মসজিদে এসে নফল নামায পড়ত। নামাযের পর অধিকাংশ সময় যিকরে ইলাহীতে রত থাকত। সে সেসব ছাত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল যারা সর্বপ্রথম মসজিদে আসে এবং সবার শেষে মসজিদ থেকে বের হয়। একইভাবে

রসুলের বাণী

আঁ হযরত (সা.)বলেছেন, "মানুষ যখন তওবা করে, অনুতপ্ত হয় এবং আল্লাহর একত্ব স্বীকার করে, তখন তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়।

(সহী বুখারী, কিতাবুল লিবাস, বাবুস সিয়াবুল বাইয)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

জুমুআর নামাযেও সে প্রথম সারিতে বসত। জামেয়ার পড়াশোনার ক্ষেত্রে বেশ নিষ্ঠাবান ছিল। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও কৃপার আচরণ করুন এবং তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন। তার পিতামাত ও ভাইবোনকে ধৈর্য দান করুন।

পরবতী জানাযা হলো সেলিম আহমদ মালেক সাহেবের। তিনি প্রথমে এখানে সরকারের শিক্ষা বিভাগের সাথে বা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। অবসর গ্রহণের পর যখন জামেয়া আরম্ভ হলো তখন জামেয়ার শিক্ষকও ছিলেন। গত ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে ৮৭ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার দাদা হযরত মালেক নূরুদ্দীন সাহেব এবং পিতা হযরত মালেক আযীয আহমদ সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহাবী ছিলেন। তার পিতার একটি ঘটনা তার মাতা এভাবে বর্ণনা করেছেন যে, একবার তাদের বাড়িতে কোন অসুস্থতার দরুন মালেক সাহেবের পরিবারের অর্থাৎ দাদার দিকের পরিবারের অনেক লোক মৃতুবরণ করে। তখন তার দাদি সম্ভবত হযরত হাকীম নূরুদ্দীন সাহেবের কাছ বাচ্চার এ অবস্থার কথা বলেন। মওলানা সাহেব তাৎক্ষণিকভাবে তাকে দেখার জন্য তাদের বাড়ি আসেন এবং দেখে বলেন, বাচ্চার বাঁচার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কেবল দোয়াই তাকে রক্ষা করতে পারে। এরপর হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে উপস্থিত হন এবং দোয়ার আবেদন করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে তাঁর দেখা হয় মসজিদে আকসার সিঁড়িতে এবং সেখানেই তিনি দোয়ার আবেদন করেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, আমরা এখনই গিয়ে শিশুটিকে দেখে আসি। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাদের বাড়ি যান আর ঘরে প্রবেশ করে শিশুটির কপালে হাত রাখেন এবং বলেন, এই শিশু ইনশাল্লাহ্ অচিরেই সুস্থ হয়ে যাবে। সুতরাং এটি হুযূর আকদাস (আ.)-এর দোয়ারই নিদর্শন ছিল যে, শিশুটি আরোগ্য লাভ করে আর এরপর মরহুমের পিতা সত্তর বছর জীবিত ছিলেন।

সেলিম মালেক সাহেব প্রাথমিক শিক্ষা কাদিয়ানে অর্জন করেন। পাকিস্তান গঠিত হওয়ার পর শিয়ালকোট চলে যান কলেজের লেখাপড়া সেখানেই করেন। সেখান থেকে করাচি চলে যান সেখানে বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষা অর্জন করেন। ১৯৬০ সালে তিনি যুক্তরাজ্যে চলে আসেন এবং এখানে রেডিং বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেক বছর পর্যন্ত জিওলজিক্যল ক্যামেস্ট্রির প্রফেসর ছিলেন। মরহুমের শুরু থেকেই ইউ কে জামা'তের বিভিন্ন বিভাগে কাজ করার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। তিনি ন্যাশনাল সেক্রেটারী তালীম ও তরবিয়ত মনোনীত হন। বহুদিন পর্যন্ত সেক্রেটারী উমরে খারেজা ছিলেন। জামা'তের ইন্টারন্যাশনাল রিলেশান বিভাগে অনেক কাজ করেছেন। আহমদীদের অবস্থা সম্পর্কে পর্যালোচনাকারী হিউম্যান রাইটস কমিটির সাথে দুই বার পাকিস্তানে গিয়ে রিপোট তৈরি করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। অনেক বড় ইন্টারন্যাশনাল এক্সপো প্রত্যেক বছর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে লাগানো হয়ে থাকেমরহুম মালেক সাহেব ১৯৯২ সালে ইউ কে এবং স্পেনে জামা'তের স্টল লাগানো এবং সেগুলো ওর্গানাইজ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। ১৯৯৭ সালে জামেয়া আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত যে কমিটি করা হয় হযরত খলিফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) গঠন করেন তাতে সেলিম মালেক সাহেবকেও অন্তর্ভুক্ত করেন। একইভাবে জামেয়া আহমদীয়া ইউকে-এর শুরু হওয়া পূর্বেইর কমিটি গুলোরও তিনি সদস্য ছিলেন। জামেয়া আহমদীয়া ইউকে- আরম্ভ হওয়ার সময় তাকে চীফ এ্যাডমিনিস্টেটর নিযুক্ত করা হয়। এই দায়িত্ব তিনি ১৩ নভেম্বর ২০০৫ সাল পর্যন্ত পালন করেছেন। জামেয়া আহমদীয়ার ছাত্রদের তিনি ইংরেজি ও ইতিহাস পড়ানোর সৌভাগ্য পেয়েছেন আর তা তার মৃত্যু পর্যন্ত জারি ছিল। যখন ইসলামাবাদ ক্রয় করা হয় তখন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর নির্দেশনায় তিনি সেখানে যথারীতি লাইব্রেরী বানানোর সৌভাগ্য অর্জন করেন। মরহুম একজন অত্যন্ত ধার্মিক, নিয়মিত নামায ও রোযা পালনকারী, মানুষের সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক রক্ষাকারী ও সদালাপী, একজন দাঈ ইলাল্লাহ্, অতিথিপরায়ণ, খেলাফতের অনুরাগী, নিষ্ঠাবান ও বিশ্বস্ত একজন বুযুর্গ ছিলেন। তিনি তাঁর পেছনে তার স্ত্রী ছাড়াও তিন কন্যা এবং বেশ কয়েকজন দৌহিত্র দৌহীত্রী রেখে গেছেন।

তার ভাগ্নে মিয়াঁ আব্দুল ওয়াহাব সাহেব বলেন, তিনি আমাকে বলেছেন ১৯৬০ সনে লন্ডন আসার সময় তার বাবা মালেক আযীয আহমদ সাহেব অসুস্থ অবস্থায় তার ছেলেকে নসীহত করেন। নসীহতগুলো এমন ছিল যে, প্রথমত জামা'তের সাথে কখনো সম্পর্ক ছিন্ন করবে না। বিলেতে যাচ্ছ বলে, সেখানকার চাকচিক্যে হারিয়ে যাবে না। দ্বিতীয়ত, সব সময় যথাহারে চাঁদা আদায় করবে, কেননা এটাও আত্মার পরিশুদ্ধির জন্য জরুরী। তৃতীয়ত, কেউ যদি সাহায্য চায়, তোমার যতই কষ্ট হোক না কেন সেক্ষেত্রে কখনো পিছু হটবে না। তিনি বলেন, পিতামাতার নসিহত আমি সর্বদা মেনে চলেছি। তার ভাগ্নে লিখেন, তিনি এ কথা বলেন নি তবে পরে আমি জানতে পেরেছি যে, একবার তার কোন এক আত্মীয়ের মোটা অংকের প্রয়োজন হয়, তখন তিনি নিজ বাড়ী বিক্রি করে তার সেই প্রয়োজন মিটিয়েছেন। তবে আল্লাহ তা'লাও তাকে দিয়েছেন, তার চেয়েও বড় বাড়ি তিনি পেয়ে যান। জ্ঞানের দিক থেকে বিদগ্ধ আলেম ছিলেন। প্রথমদিকে যখন তার সাথে আমার সাক্ষাৎ হয় তখন আমি তাকে জানতাম না , তখন আমি মনে করেছিলাম যে, উনি হয়তো সাধারণ কোন আহমদী, ইংরেজি পড়ান, হয়তো ভালো ইংরেজি জানেন। কিন্তু পরে জানতে পারি, তিনি নিষ্ঠা ও বিশ্বস্ততায়ও অনেক অগ্রগামী ছিলেন এবং সর্বদা জামা'তের সেবার জন্য প্রস্তুত থাকতেন। খেলাফতের প্রতি অসাধারণ আন্তরিকতা ও ভালোবাসার সম্পর্ক রাখতেন। জ্ঞানের দিক থেকে তিনি চলমান ইনসাক্লোপিডিয়া ছিলেন। প্রত্যেক বিষয়ে বিশেষভাবে ইতিহাসে তার ভালো দখল ছিল এছাড়া ইংরেজি বা উর্দু সাহিত্যের প্রতি তার অনেক আর্কষণ ছিল কিন্তু কখনো তিনি নিজের জ্ঞান জাহের করতেন না। অন্যদেরকে ধমীয় ও জাগতিক জ্ঞান অর্জনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতেন। রাজনৈতিক, বুদ্ধিজীবি ও পাকিস্তানি শ্রেণীর মাঝে তার ভাল জানাশোনা ছিল। তিনি সবসময় এই সর্ম্পককে জামা'তের কল্যাণে ব্যবহার করতেন। মরহুম যখন সেক্রেটারী উমুরে খারেজা ছিলেন তখন তিনি লর্ড ইব্রির সাথে গভীর সর্ম্পক গড়ে তুলে ছিলেন। তার মাধ্যমেই লর্ড ইব্রির সাথে আমাদের জামা'তের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সংসদ ভবনে আমার সর্বপ্রথম যে ভিজিট হয়েছিল তাতেও মালেক সাহেবর বিশেষ ভূমিকা ছিল।

আর্জেন্টিনার মুরব্বী সিলসিলাহ মারওয়ান সরওয়ার গিল বলেন, বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের কারণে জামেয়ার সমস্ত ছাত্রের কাছে এবং আমার কাছেও তার বিশেষ সম্মান ছিল। কিন্তু জামেয়া পাশ করার পর তিনি ব্যক্তিগতভাবে তার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলেন। আমার যখন আর্জেন্টিনায় পদায়ন হয় তখন তিনি খুব আনন্দিত হন আর আমাকে বলেন, তুমি যেহেতু প্রাথমিক মোবাল্লেগ এই জন্য অনেক কাজ করতে হবে এবং জামা'তের নাম উজ্জল করতে হবে। এছাড়া সঠিকভাবে তবলীগ করতে হবে এবং বিশেষভাবে সেখানকার ভাষা শিখবে আর ভাষার মান এ পর্যায় নিয়ে যাবে যেন পত্রিকায় তোমার প্রবন্ধ ছাপে। জ্ঞানের প্রতি তার অনেক আগ্রহ ছিল। অনুরূপভাবে ছাত্রদেরকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করতেন, তাঁর পাঠাগারে নিয়ে যেতেন। তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারও ছিল। বেশ কয়েকজন ছাত্র এবং মুরুব্বী আমাকে লিখেছে, তিনি বলতেন- আমার বাড়িতে এসেছ; এখান থেকে নিজের পছন্দমত যেকোন একটি বই নিয়ে যাও; এটি তোমার জন্য (আমার) উপহার। তিনি সবসময় বলতেন, জামেয়া আহমদীয়া একটি অসাধারণ প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের কাছে খলিফাতুল মসীহ্র অনেক বড় প্রত্যাশা। তাই এই প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত ওয়াকেফে জিন্দেগীদের জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে অসাধারণ বুৎপত্তি অর্জন করা উচিত। মারওয়ান সাহেব আরো লিখেন, আর্জেন্টিনা যাত্রা করার আগে আমাকে তিনি বিশেষ করে নসীহত করে বলেন, ভাষা শিক্ষায় এতটা দক্ষতা অর্জন করবে যেমনটি আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, (পত্রপত্রিকায়) যেন স্প্যানিশ ভাষায় তোমার প্রবন্ধ ছাপে। তিনি একথাও বলেন যে, আমাকে নিয়মিত চিঠি লিখবে। আমি কখনো আলস্য প্রদর্শন করলে তিনি নিজেই যোগাযোগ করতেন এবং চিঠি লিখতে বলতেন।

আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের সাথে ক্ষমা ও দয়ার আচরণ করুন এবং তাঁর আত্মীয়স্বজন, সন্তানসন্ততি ও পরবতী প্রজন্মকে একইভাবে খেলাফত ও জামা'তের সাথে বিশ্বস্ততার সম্পর্ক বজায় রাখার তৌফিক দান করুন। নামাযের পরে তাদের গায়েবানা জানাযা পড়াব।

****

যুক্তরাষ্ট্রের মজলিসে খুদ্দামুল আহমদীয়ার আমেলা সদস্যদের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)এর বৈঠক (শেষাংশ...)

হুযুর নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'লাইফ অফ মুহাম্মদ অধিক হারে বিতরিত হওয়া চায়।

মুহতামিম আমুমীকে হুযুর আনোয়ার ডিউটি সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। মুহতামিম সাহেব বলেন, এই সময় ৬৫ জন খুদ্দাম বিভিন্ন বিভাগে ডিউটি দিচ্ছেন। এছাড়াও আতফালরাও ডিউটিতে রয়েছে। হুযুর আনোয়ারের আগমণের ফলে খুদ্দামরা অনেক বেশি তৎপর হয়ে উঠেছে।

মুহতামিম তালীম নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, ২০১৬ সালের পাঠক্রম খুদ্দামদেরকে দেওয়া হয়েছে। পুস্তক অধ্যয়নের জন্য রয়েছে বারকাতুদ দোয়া এবং 'গুনাহ নাজাত কিঁউকার মিল সাকতি হ্যায়' ।

হুযুর আনোয়া বলেন, খুদ্দামদের অধ্যয়নের জন্য বই পুস্তক দেওয়া হয়ে থাকে তা যেন ডেনিশ ভাষাতেও থাকে। পুস্তক দেওয়ার পর বসে থাকবেন না। প্রত্যেক খুদ্দামের কাছে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে যে, সে পড়েছে কি না। যথারীতি ফিডব্যাক বা প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করুন। যে সমস্ত বই পুস্তক তাদেরকে অধ্যয়নের জন্য দিয়ে থাকেন সেগুলির ডেনিশ অনুবাদ ওয়েব সাইটে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন বা প্রিন্ট করে খুদ্দামদেরকে দিবেন।

হুযুর বলেন, আল-ফযল রাবোয়াতে আমার খুতবা প্রশ্নোত্তর আকারে প্রকাশিত হয়। আপনারাও খুতবার মধ্য থেকে প্রশ্নোত্তর বের করে সেগুলির ডেনিশ অনুবাদ নিজেদের পত্রিকায় প্রকাশ করুন। পত্রিকা প্রারম্ভে থাকবে কুরআন করীমের আয়াত, এর অনুবাদ এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। এর পরে থাকবে হাদীস, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী এবং আমার খুতবা। নির্বাচন করে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে দিবেন।

মুহতামিম তবলীগ নিজের রিপোর্ট উপস্থাপন করে বলেন, খুদ্দামদের মাধ্যমে কোন বয়আত হয় নি। আমরা ফ্লাইয়ার বিতরণ করি। এটি আমাদের একটি মুখ্য তবলীগি প্রোগ্রাম। হুযুর আনোয়ার বলেন, দুটি কাজ পৃথক পৃথক হওয়া কাম্য। ফ্লাইয়ার বিতরণের কাজ পৃথক হতে হবে আর তবলীগের কাজ পৃথক হবে। নিজেদের বন্ধুদেরকে তবলীগ করুন। তবলীগি যোগাযোগ তৈরী করুন। কোন তবলীগি প্রোগ্রাম ছাড়াই কেবল ফ্লাইয়ার বিতরণ করে তবলীগের কাজ সম্পূর্ণ হবে না।

হুযুর বলেন, আপনাদের দেশের জনসংখ্যা হল পঞ্চান্ন লক্ষ। এদের মধ্যে দুই লক্ষ মুসলিম রয়েছেন। পাকিস্তানি, আরব, পূর্ব ইউরোপের জাতিসমূহ এবং ইউরোপের অন্যান্য জাতি, স্থানীয় ডেনিশ সকলের কাছে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র কাজের জন্য দল গঠন করুন এবং যথারীতি পরিকল্পনা প্রনয়ণ করে তবলীগ করুন। প্রারম্ভে আপনাদের দশ শতাংশ খুদ্দামও যদি তবলীগের জন্য এগিয়ে আসে তবে তা খুবই ভাল।

হুযুর আনেয়ার বলেন, এমন খুদ্দামদের খুঁজে বের করুন যারা ধর্মের জ্ঞান রাখে বা তাদেরকে বই পুস্তক দিয়ে ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী করে তোলা হোক যাতে তারা নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে তবলীগ করে। অনুরূপভাবে যে সমস্ত খুদ্দামরা তৎপর নয় তাদেরকে যদি কাছে নিয়ে আসেন আর তাদের কার্যকরিতা ব্যাবহারযোগ্য হয়, তবে তাদের দ্বারাও তবলীগের কাজ নিন। প্রয়োজন এবং পরিস্থিতি অনুসারে তবলীগের জন্য পথ খুঁজে বের করুন।

মুহতামিম আমুলে তোলেবা নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, আমাদের ৭০ জন খুদ্দামের মধ্যে ১৮ জন মাস্টার কোর্সে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

হুযুর বলেন, আপনার কাছে যাবতীয় নথি থাকা উচিত যে, কতজন কলেজ, ইউনিভার্সিটি এবং হাইস্কুল স্তরে শিক্ষার্জন করছে। তাদের তালিকা যেন তৈরী থাকে। আপনাদের ছাত্রদেরকে সংঘবদ্ধ করুন এবং তাদের অনুষ্ঠানের আয়োজনও করুন।

মুহতামিম আতফাল বলেন, আতফালের তাজনীদ ২৯। হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, খুদ্দামদের ইজতেমার সময় আতফালদের পৃথক অনষ্ঠান হয়ে থাকে। আতফালদের পৃথক ইজতেমার আয়োজন হয়। হলঘরে আতফালদের জন্য পৃথক জায়গা থাকে। আতফালদের বাৎসরিক চাঁদা হল পঁচিশ ক্রোনার।

বদর পত্রিকায় নিজস্ব প্রবন্ধ প্রকাশে ইচ্ছুক বন্ধুরা ই-মেলের মাধ্যমে নিজেদের লেখা পাঠাতে পারেন।

Email: banglabadar@hotmail.com

হুযুর জিজ্ঞাসা করেন কতজন আতফাল চাঁদা দেয়? এর উত্তরে মুহতামিম সাহেব বলেন, সাত-আট জন আতফাল চাঁদা দেয়। হুযুর বলেন, বাকি আতফালদের কাছ থেকেও চাঁদা নিন। তাদের এমনভাবে তরবীয়ত করুন যাতে নিজেরাই পকেট থেকে চাঁদা বের করে দেয়। যারা পঁচিশ ক্রোনা দিতে পারবে না তারা যেন পাঁচ-দশ ক্রোনার দেয়। এইভাবে তাদের মধ্যে চাঁদা দেওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, সমস্ত আতফালকে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় সামিল করুন। আপনার ওয়াকফে জাদীদ বিভাগকে সক্রিয় করুন।

খুদ্দামুল আহমদীয়ার সদর সাহেব বলেন, খুদ্দামদের জরিপ করার জন্য আমরা একটি মাসিক ফর্ম তৈরী করেছি। এতে নামায এবং তিলাওয়াতের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। এনিয়ে কয়েকজন খুদ্দাম আপত্তি করেছে যে, এগুলি তাদের ব্যক্তিগত বিষয়। হুযুর বলেন, আপনি আপনার প্রশ্ন গুলি এভাবে রাখুন যে, এই মাসে কি আপনি প্রায় নামায বা-জামাত পড়েছেন? নামায পড়ার দিকে মনোযোগ থেকেছে? নিয়মিত নামায পড়েছেন কি?

হুযুর বলেন, সোসাল সাইন্স বিষয় নিয়ে অধ্যয়নরতদের দিয়ে এখানকার মনঃস্তত্ত্ব অনুসারে প্রশ্নোত্তর তৈরী করুন। হুযুর বলেন, আপনি ইজতেমার সময় সাধারণ প্রশ্নোত্তরের একটি মিটিংয়ের আয়োজন করুন আর সেখানে খুদ্দামদেরকে প্রশ্ন করুন যে, আমাদেরকে কেন্দ্রে রিপোর্ট পাঠানোর জন্য এই তথ্যাবলীর প্রয়োজন হয়, আমরা কি ধরনের প্রশ্ন তৈরী করব যাতে অনায়াসেই সেগুলির উত্তর দিতে পারি এবং নিজেদের রিপোর্ট কেন্দ্রে পাঠাতে পারি।

সকলের মত সংগ্রহ করুন এবং বলুন মত সংগ্রহের পর এই রূপরেখা দাঁড়াচ্ছে কিম্বা এই রূপরেখায় কিছু পরিবর্তন এনে এমনটি করা হোক। এইভাবে তাদের মতামতের পাশাপাশি প্রশ্নপত্রও চূড়ান্ত করে নিন।

হুযুর বলেন, যেখানে এই ধরণের পরিস্থিতি দেখা দেয়, সেখানে তাদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য নতুন পথ অবলম্বন করুন। এখানকার মানুষ এক স্বাধীন ও খোলামেলা পরিবেশে অভ্যস্ত। এদের চিন্তাধারা ভিন্ন ধরণের হয়ে গেছে। তাই এদেরকে সামলানোর জন্য আমাদেরকেও নতুন উপায় বের করতে হবে। যেখানে আপত্তি দেখা দেয়, সেখানে তাদের কাছে গুরুত্ব স্পষ্ট করার পর তাদেরকে বলুন যে, আমাদেরকে কি উপায় অবলম্বন করতে হবে। যে ভিত রচিত হবে সেটিই ভবিষ্যতে কাজে আসবে।

হুযুর বলেন, এই ধরণের প্রশ্ন তৈরী করা যেতে পারে যে, এই সপ্তাহে কি নিয়মিত নামায পড়েছেন? অধিকাংশ নামায কি বা-জামাত পড়েছেন? চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি? পুস্তক অধ্যয়নের বিষয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে। হুযুর বলেন, এখানকার শিক্ষিত ছেলেদের দিয়ে প্রশ্ন তৈরী করুন আর ইজতেমায় এই অনুষ্ঠানটি রাখুন। মুরুব্বী ফালাহুদ্দীন সাহেবকেও উত্তর দেওয়ার জন্য সামনে বসতে দিন। আপনাদেরকে তবলীগের জন কোন কোন উপায় খুঁজে বের করতেই হবে। আপনাদেরকে যুবকদেরকে বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে। আপনাদের সব সময় দৃষ্টিপটে থাকা উচিত যে, আপনি কিভাবে তাদেরকে রক্ষা করবেন এবং কোন কোন নতুন পথ খুঁজে বের করা যেতে পারে।

লিফলেট বিতরণ প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার বলেন, জার্মানী এবং যুক্তরাজ্যের সফলভাবে উত্তীর্ণ মুরুব্বীদেরকে স্পেনে পাঠানো হয়েছিল আর তাদেরকে এক মাস সময় দেওয়া হয়েছিল। সেই সময়ের মধ্যে তারা সাড়ে পাঁচ লক্ষের বেশি লিফলেট বিতরন করেছে, সেখানকার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং তাদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেছে। তাদের পক্ষ থেকে অসাধারণ ফিডব্যাকও পাওয়া গেছে। হুযুর বলেন, আপনাকে এই প্রভাব তৈরী করতে হবে যে আপনি শান্তিপ্রিয় মানুষ। হুযুর বলেন, নিজের লক্ষ্যমাত্রা সব সময় বড় রাখবেন। একদিনে দশ হাজার লিফলেট বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা যথাযথ।

****

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

"খোদা সেই ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তাঁর কিতাব কুরআন শরীফকে নিজের কর্মবিধান হিসেবে আখ্যা দেয়।"

(চশমায়ে মারেফাত, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২৩, পৃ: ৩৪০)

দোয়াপ্রার্থী: **Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura**

এরপর ১১ ও ১২ পাতায়

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, মুসলমানদের মধ্য থেকে কেবল আহমদীয়া জামাতই দাবি করে যে, যার প্রতীক্ষা ছিল, তিনি এসে গিয়েছেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: প্রশ্ন হল, যদি সকলেই দাবি করতে থাকে তবে আঁ হযরত (সা.) একথা কেন বলেছেন যে একটি দল হবে মুক্তিপ্রাপ্ত আর অপর সব দল জাহান্নামী হবে। এটি অবধারিত ছিল আর এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়াও ভবিতব্য ছিল। যারা উপলব্ধি করেছে যে, যার আসার কথা ছিল তিনি এসে গিয়েছেন আর এটিই ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা, এমন মানুষেরা আহমদী হচ্ছেন। লন্ডনের প্রসিদ্ধ রেডিও এলবিসি এক খ্যাতনামা সাংবাদিক আমার সাক্ষাতকার নিয়েছিলেন। আপনারাও হয়তো শুনেছেন। তাঁকে আমি একথাই বলেছিলাম যে, যখন এখান থেকে দশ-কুড়ি জন আইসিসে যোগ দিতে যায়, তখন সে সম্পর্কে কত অপপ্রচার কর, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দাও। আর এদিকে যে প্রতিবছর লক্ষ লক্ষ মানুষ নিজেদের সংশোধন করে শান্তি প্রিয় হওয়ার দরুন জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়, সে বিষয়ে কেন তোমরা সংবাদ পত্রে কোনও উল্লেখ কর না? তোমরা নিজেদেরকে বড়ই ন্যায়পরায়ণ হিসেবে দাবি কর, তবে আমাদের এই জলসায় বয়আতের ঘোষণা হবে, তোমরা রেডিওতে এর সংবাদ প্রচার করো। আমিও দেখব যে তোমরা কতটা ন্যায় পরায়ণ।

অতএব ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে এটিই ভবিতব্য ছিল। এই কারণেই এই সব লোকেরা যারা উপলব্ধি করছে, তারা জামাতে যোগ দিচ্ছে। আপনাদের পিতা-পিতামহরাও তো এককালে কোনও কারণেই জামাতের আহমদীয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন। যদি বলা যায় যে, এক মিনিটে এমনটি হয়ে যাক, তবে তা হয় না। অনেক সময় তবলীগের মাধ্যমে আবার অনেক সময় নিদর্শনের মাধ্যমে মানুষ জামাতের সামিল হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, প্লেগের ন্যায় মহামারির প্রাদুর্ভাব ঘটবে, ভূমিকম্প হবে আর এগুলি আমার যুগের নিদর্শন। এগুলি সংঘটিতও হয়েছে আর দলে দলে লোক জামাতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্লেগের পর প্রতিদিন চার পাঁচ শ মানুষ বায়আত করেছিল। এখনও যেখানে যেখানে নিদর্শন দেখে,সেখানে বয়আত হয়। আফ্রিকা থেকে রিপোর্ট আসে। অনেক সময় আমি সেগুলির কথা উল্লেখও করে থাকি। মানুষ নিদর্শন দেখে পুরো গ্রাম আহমদী হয়ে যায়। দুশ' -চারশ পরিবার আহমদীয়াত গ্রহণ করে নেয়। দুই চারশ পরিবারের অর্থ হল, হাজার বারশ মানুষ। অনেক সময় ছোট ছোট মফস্সল, গ্রাম বা টাউনের সমস্ত মানুষ আহমদী হয়ে যায়। অতএব লোকেরা জামাতে যোগ দিচ্ছে, একদিনে তো আর সারা দুনিয়া গ্রহণ করে নিবে না। ইসলামও তো পৃথিবীতে আর একদিনে বিস্তার লাভ করে নি।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, আপনি কি মনে করেন, বিজয় লাভের যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে, সেই বিজয় তবলীগ বা প্রচারের মাধ্যমে অর্জিত হবে না কি আপনি বলতে চাইছেন যে কোনও প্রাকৃতিক দুযোর্গ বা যুদ্ধের মাধ্যমে হবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, প্রশ্ন হল, তবলীগ বা প্রচার করা আমাদের কর্তব্য। আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.)কে কুরআন করীমে এই আদেশই দিয়েছেন যে, তবলীগের আদেশ তোমার উপর নাযেল করা হল। অতএব তবলীগ তো অবশ্যই করতে হবে,কিন্তু যদি তবলীগের পর অপর পক্ষ অন্যায়ের উপর অবিচল থাকে, তখন নিদর্শনও নাযেল হল আর বিরোধীরা এই বিষয়টি স্বীকার করে। সম্প্রতি পাকিস্তানে প্লাবন এসেছিল, ভূমিকম্প হয়েছিল। অ-আহমদী মৌলবীরা নিজেরাই বলেছিল যে, এটি আল্লাহ্ তা'লার আযাব যা আমাদের উপর নেমে এসেছে। আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে আমরা কোথায় ভুল করছি। কিন্তু সঙ্গে একথাও বলেছিল যে, কাদিয়ানীদের কথা মানবে না। যদি কথা না মান তবে তো আযাবই আসবে।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক বিষয়ের জন্য সময় নির্ধারিত রেখেছেন। তবলীগ আমাদের কর্তব্য, দোয়া আমাদের কর্তব্য আর এরই মাধ্যমে বিজয় লাভ হবে। যদি এতেও এরা না মানে, তবে অনেক স্থানে আযাবও এসেছে আর আযাব তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। এই জন্য আমি জামিয়ার ছাত্রদের একথাই বলে থাকি যে, আমাদের কাজ হল তবলীগ করা এবং মানুষকে বলা যে, এটিই সঠিক পথ। যদি এদিকে না আস, তবে আল্লাহ্ তা'লার আযাবও আসতে পারে।

সাংবাদিক প্রশ্ন করেন যে, ওবামা State of the union এ নিজের এক ভাষণে বলেন, " no challenge is a great threat than to our futer generation than climate change. এ সম্পর্কে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি কি?

হুযুর আনোয়ার এর উত্তরে বলেন, এরপর আরও একজন রাজনীতিবিদ এবং একজন সেনেটটার আরও একটি বিবৃতি দিয়েছিলেন যে, এটি ঠিক না। জলবায়ু পরিবর্তনকে নিয়ে বসে আছ। এই মুহূর্তে সব থেকে বড় বিপদ হল তোমাদের অত্যাচার যা তোমরা একে অপরের বিরুদ্ধে করছ। জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে বিজ্ঞানী ও আবওহাওয়া বিশারদরা বলেন, কয়েক বছর বা কয়েক দশক পর পর একটি পরিবর্তন আসে। উত্তর মেরু এবং এর সংলগ্ন এলকায় যে বরফ জমে আছে, সেই বরফ গলে যাওয়ার ঘটনা পূর্বেও একবার ঘটেছিল। পুনরায় তা জমতে শুরু করে। জলবায়ু পরিবর্তন তো হচ্ছে, কিন্তু দেখুন যে এর পিছনে আমেরিকার অভিসন্ধি কি? তাদের প্রত্যেকটি বিবৃতিকে কেবল এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবেন না, ভাবনা চিন্তা করে দেখবেন। একটি যুক্তি দেওয়া হয় যে, কার্বন নির্গমনের কারণে অনেক পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে। আবওহাওয়া উষ্ণ হয়ে উঠছে যার কারণে ওযোন স্তরে দূরত্ব তৈরী হয়েছে বা ছিদ্র দেখা দিয়েছে। এই নিয়ে দীর্ঘ কাহিনী শোনানো হয়, তাই আমাদেরকে এই বিষয়ে গবেষণা করা উচিত। আর আজকের দিনে আমেরিকা ঘোষণা করছে যে আমরা এটিকে হ্রাস করব। চায়না বলছে, আমরা তোমাদের ধূর্ততা বুঝতে পারি। তোমরা উন্নতি করেছিলেন আজ থেকে একশ বছর পূর্বে আর এই সব কিছু তোমরাই বাতাসে মিশিয়েছ। এখন আমরা একশ বছরে সেই পর্যায়ে যতদিন না পৌঁছাই এবং ততটা উন্নতি না করি ফেলি যাতে তোমাদেরকে এগিয়ে যেতে পারি, ততদিন একথা মানব না। এখন যে দোষ হবে তোমাদের হবে আর একশ বছর পর আমাদের হবে। আসল কথা হল বিশ্বের যে সব উন্নয়নশীল দেশ রয়েছে, সেগুলি যদি বিকশিত না হয় আর আপনি তাদের পিছনে লেগে থাকেন, যে সমস্ত দেশ উন্নতি করে ফেলেছে, তারা বলছে সেই দেশগুলি যেন তাদের নীচেই থাকে। আমেরিকা বলছে, যদি চীন ও ভারত উপরে উঠে আসে, তবে আমাদের অর্থনীতি শেষ হয়ে যাবে। এই কারণেই জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে হৈচৈ শুরু করেছে। প্রশ্ন হল জলবায়ুতে যে পরিবর্তন দেখা দিচ্ছে, এর কারণে এই অন্যান্য দেশগুলি তৈরী হয়েছে। প্রথমে নিজেদের এলাকাগুলিই সামাল দাও। সেখানে তোমরা কাজ করছ না।

সাংবাদিক বলেন, 'আপনি বলেছেন যে সব থেকে বড় বিপদ যা আপনি দেখতে পাচ্ছেন তা হল তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: সব থেকে বড় বিপদ যা আমি দেখতে পাচ্ছি (আমি তো জাগতিক নেতা নই) তা হল আল্লাহ্ তা'লা থেকে দূরত্ব। আল্লাহ্ তা'লা এর শাস্তি দেন। আল্লাহ্ তা'লা নবীদেরকে অস্বীকার করার কারণে শাস্তি দিয়ে থাকেন। পৃথিবীতে অত্যাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইসলাম শেষ হয়ে যাচ্ছে। মুসলমানদের মুণ্ডচ্ছেদ করছে। আপনি এখনই নিজেই বললেন। উন্নত দেশগুলি স্বল্পোন্নত বা উন্নয়নশীল দেশগুলিকে বিকশিত হতে দিতে চায় না। যে সমস্ত দেশ উন্নতি করছে, তাদের বিরুদ্ধে এরা কোনও না কোনও নিষেধাজ্ঞা চাপিয়ে দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করতে থাকে। জলবায়ু পরিবর্তন এখন সেই প্রশ্নে পরিণত হয়েছে। এ নিয়ে বৈঠক হতে থাকে। প্রশ্ন হল এই জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি তো বিগত দুই দশক থেকে চলছে, কিন্তু এ নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্য নেই যে কত মানুষ মারা গেল? তাদের বোমাও যুদ্ধের কারণে কত মানুষ মারা গেছে?

মানুষতো এখন একথাও বলছে যে, (জানিনা এই সংবাদ কোথা থেকে এসেছে, সঠিক না ভুল তা জানা নেই) বিভিন্ন প্রকার যে সব ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে, সেগুলির ভাইরাসও এরা নিজেরাই তৈরী করে একবার শুধু ছেড়ে দেয়। এর পর সেগুলির চিকিৎসার প্রতিষেধক ও ওষুধ দ্বারা নিজেদের ওষুধ শিল্পপকে এগিয়ে নিয়ে যায়। কখনও ম্যাড কাউ এর প্রশ্ন দেখা যায়। কখনও বার্ড ফ্লুর প্রশ্ন উঠে আসে। আফ্রিকায় যে ইবোলা ছড়িয়ে পড়েছিল তার প্রশ্ন ওঠে। যাইহোক মানুষ যখন নিজের সীমা ছাড়িয়ে বেরিয়ে আসে, তখন

আল্লাহ্ তা'লার প্রকৃতির বিধানও সেকানে সক্রিয় ওঠে। লক্ষ্য করুন, অতীতে জনবসতির তুলনায় জঙ্গাল বেশি ছিল। এই প্রশ্নও তোলা হয়। যেখানে অনাচার শুরু হয় আর অকারণে আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টির মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট করা হয়, সেক্ষেত্রে প্রকৃতিও প্রতিশোধ নেয়। উদাহরণ হিসেবে পাকিস্তানেই দেখুন, সেখানে জনসংখ্যা বাড়ছে, সন্দেহ নেই। কিন্তু পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চল, বরং রাওয়ালপিণ্ডি থেকে উত্তরে এককালে সবুজ ও ঘন জঙ্গাল ছিল। অনুরূপভাবে সোয়াত এবং কাশ্মীর (পাক-অধিকৃত) অঞ্চলের পারে নীলাম উপত্যকায় এবং আরও এই ধরণের এলকায় যে সব ঘন জঙ্গাল ছিল, সেগুলিকে সাধারণ মানুষ ও রাজনীতিবিদরা কেটে বিক্রি করেছে। অথচ সেগুলির জায়গায় নতুন করে বৃক্ষ রোপন করে নি। তাই যতদিন এই বৃক্ষরোপন না হয়, সেই সময় যে ক্ষতি সাধন হয়েছে, তা পূর্ণ হতে পারে না।

সাংবাদিক: আপনি বিশ্বের বিভিন্ন নেতাদেরকে পত্র লিখেছেন, ভাষণ দিয়েছেন এবং বইও প্রকাশ করেছেন। আপনি যখন দেখেন যে পৃথিবী শান্তির দিকে অগ্রসর হচ্ছে না, তখন আপনি কি কখনও হতাশ হয়ে পড়েন?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: হযরত নওয়াব মুবারাকা বেগম সাহেব একটি সুন্দর পঙক্তি লিখেছেন-

'মাইয়ুস ও গামযাদা কোই উসকে সেওয়া নেহিঁ

কাবযে জিসকে কাবযায়ে সাইফে খোদা নেহিঁ।'

আল্লাহ্ তা'লার উপর যা বিশ্বাস আছে সে কখনও হতাশ হয় না। আয়ারল্যাণ্ডে এক পত্রসাংবাদিক আমাকে এই প্রশ্নই করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, আমরা হাল ছেড়ে দেওয়ার লোক নই। আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাব। বিশ্ব একদিন অবশ্যই উপলব্ধি করবে আর সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। এটিই উত্থানশীল জাতির পন্থা, এভাবেই হয়ে থাকে। আশাহত হলে বসে পড়বে আর শেষ হয়ে যাবে। আমি আশাহত হলে আপনারা তো একেবারেই আশাহত হয়ে পড়বেন। বাকি রইল চিঠিপত্রগুলির প্রসঙ্গ। ওবামা সাহেবের যে সচিবালয়ের এক রাজনৈতিক উপদেষ্টা আমার সঙ্গে নিজে সাক্ষাত করেন। তিনি আমাকে বলেন, আমি নিজে তাঁর সঙ্গে কথা বলব। আমি বিস্মিত হই যে এখন উত্তর পাই নি। কিছু সময় পর তাঁর উত্তর আসে যে কাজটি কঠিন মনে হচ্ছে। এরপর পুনরায় উত্তর আসে যে, আমাদের যে শীর্ষ নেতারা রয়েছেন, তাঁরা নিজেদেরকে গুটিয়ে নিয়েছেন আর বলেছেন এই পত্রের উত্তর দেওয়া খুবই কঠিন কাজ। তাই উত্তর দিও না।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী আমাকে প্রথমে ছোট্ট একটি উত্তর দিয়েছেন। তাঁর সহকারীর সঙ্গে দৈবাৎক্রমে সাক্ষাত হয়ে যায়। তাঁর সঙ্গে কথা বলার কিছুদিন পর পূর্বের থেকে কিছুটা ভাল উত্তর পাই যে আমরা এই কাজ করছি। কেবল ডেভিড ক্যামেরুনই আমাকে সঠিক উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে, আপনি আমাকে চিঠি লিখেছেন আর আমরা এদিকে পামাণবিক অস্ত্র ভাণ্ডারের আয়তন ছোট করার চেষ্টা করছি। আমাদের জি-৮ এর দেশগুলি, যারা এখন জি-৭ হয়ে পড়েছে, তারা এটিকে কমিয়ে আনার চেষ্টা করছে। রাশিয়াকে বের করে দিয়েছে। আমাদের আশা, ২০২০ পর্যন্ত আমরা নিজেদের পরমাণু শক্তি হ্রাস করে এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনতে সক্ষম হব। অনুরূপভাবে বিশ্বের অন্যান্য দেশ এই পথ অনুসরণ করবে।" হুযুর আনোয়ার বলেন, কিন্তু তাঁর এই বয়ান সত্ত্বেও বিশ্বের কিছু দেশ পরমাণু শক্তিতে আরও বেশি বলীয়ান হয়ে উঠছে। ইজরাইলের প্রধানমন্ত্রীকেও আমি লিখেছিলাম, কিন্তু কি প্রভাব পড়ল? সে দুদিন পূর্বে হুমকি দিয়েছে বলেছে যে, আমেরিকা জাপানের উপর পরমাণু বোমা ফেলেছে, (এটিকে ঔচিত্য প্রমাণ তারা এভাবে করছে যে) আমরা যদি এমনটি না করতাম, যার কারণে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা গেছে, তবে যুদ্ধ আরও দীর্ঘায়িত হত আর তাতে মানুষ বেশি মানুষ মারা যেত। কাজেই আমরাও যুদ্ধ বন্ধ করতে ইরানের উপর যদি পরমাণু বোমা ফেলি, তবে তারও ঔচিত্য আমাদের কাছে আছে। তবে সেই সঙ্গে একথাও বলেছে যে, আমরা বোমা ফেলব না। কিন্তু প্রশ্ন হল সে তো এই প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। ইরানকে উস্কানি দিয়েছে। এখন যদি ইরানের কাছে পরমাণু শক্তি হওয়ার সামর্থ বা ক্ষমতা থাকে, তবে কি সে এই হুমকির পরেও হাত গুটিয়ে বসে থাকবে? সে তো করবেই, এরপর আমেরিকা একথা বললে বিশ্বের সমস্ত পরাশক্তিগুলি ইরানের বিপক্ষে জোট বাঁধবে। আমি এক উন্মাদের উপমা দিয়ে থাকি। রাবোয়ায় এক উন্মাদ ব্যক্তি ছিল যে লোকেদের বিরুদ্ধে বলত। সে বলত, শক্তিশালী লোকেরা আমাকে মাটিতে ফেলে মারে। মেরে আমাকে ধরাশায়ী করে দেয় আর আমার গলা টিপে ধরে। যখন চোখ বেরিয়ে আসে আর দম বন্ধ হয়ে আসে, তখন তারা বলে চোখ রাঙানি দেখাচ্ছিস, ওকে আরও মার। এই হল তাদের অবস্থা। এরা প্রথমে মারে, আর বলে চোখ রাঙানি দেখাচ্ছিস, ওকে আরও মার। এই যে নীতি অনুশীলন করা হচ্ছে, এগুলি হল 'দাজ্জালী' নীতি।

সাংবাদিক: পৃথিবীকে বর্তমানে দুটি জোট তৈরী হয়ে আছে। এই দুই জোটের নেতৃদ্বয় অর্থাৎ ওবামা ও পুতিনের সঙ্গে আপনার সাক্ষাতের সুযোগ হলে আপনি তাদেরকে কি বলবেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনি সুযোগ তৈরী করুন। তারপর আমি আপনাকে বলব যে তাদেরকে আমি কি বলব।

সাংবাদিক: শেষ প্রশ্ন এটি, জার্মানীর জন্য আপনার বার্তা কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: জার্মানীর জন্য আমার বার্তা হল, জার্মানী উদ্যমসহকারে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে সামাল দিয়েছে। এটিকে সযত্নে আগলে রাখলে আপনারা আবাদ থাকবেন। যদি আমাদের প্রধানমন্ত্রী মহাশয় এর বিরুদ্ধে। এখানে বেশি বোঝাও জার্মানীর উপর পড়ছে। কিন্তু তাসত্ত্বেও আমি মনে করি ইউরোপের এই শক্তিকে বজায় রাখা আবশ্যক। এখন জার্মানীর পৃথক দেশ হওয়ার প্রশ্ন অবশিষ্ট নেই। বরং পুরো ইউরোপ মহাদেশ একটি দেশে পরিণত হয়েছে যার প্রতিদ্বন্দ্বীতায় রয়েছে আমেরিকা। অর্থনৈতিকভাবেও আপনাদের অবনতি হচ্ছে। ডলার মজবুত হচ্ছে আর ইউরো দুর্বল হচ্ছে। আর এই মুহূর্তে সব থেকে বড় অস্ত্র অর্থনৈতিক সংকট। আপনাদের শিল্প-কলকারখানা নাকি বড়, আপনাদের বাজার চিন সহ ভারত তথা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে পোঁছে গেছে। আফ্রিকাও পোঁছে যাচ্ছে- এমনটাই আপনারা দাবি করে থাকেন। কিন্তু একটি সীমা পর্যন্ত এটা হয়। এখন এটাও একটা প্রশ্ন যে, উপভোক্তাদের ক্রয়ক্ষমতা কতটা? যে সব দেশে আপনাদের পণ্য যাচ্ছে, সেখানকার সম্পৃক্তি বিন্দু কোথায়?

এক সময় সৌদি আরব ও অন্যান্য তেল উৎপাদক দেশগুলি সম্পর্কে লোকে বলত, বড় বড় গাড়ি রাখত আর কাজে যাওয়ার সময়, কেনাকাটায় যাওয়ার সময় বা ব্যাংকে কাজ করতে যাওয়ার সময় আধ-ঘন্টা পর্যন্ত গাড়ি পার্কিংয়ে চালু রেখে দিত। আর গ্রীষ্ণকালে গাড়ি যাতে গরম না হয়ে যায় তাই এয়ার কান্ডিশিনিং চালু রেখে দিত। এখন অবস্থা এই দাঁড়িয়েছে যে, ছোট ছোট গাড়ি কেনা হচ্ছে, টায়ারও তেমন তাড়াতাড়ি পাল্টায় না তারা, যেমনটি পূর্বে পাল্টে ফেলত আর গাড়ি সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করে দেয়। এখন তো ওদের গাড়ি গুলোতে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা এসে গেছে, যেখানে আপনি ট্রাফিক লাইটে ব্রেক লাগাতেই সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি বন্ধ হয়ে যায়। অতএবএই অর্থনৈতিক সংকট সব থেকে বড় অস্ত্র হয়ে থাকে। কাজেই জার্মানীকে নিজের অর্থনীতির দিকে বেশি মনোযোগ দিয়ে এটিকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা উচিত আর জার্মানীর অর্থনীতির সঙ্গে ইউরোপের অর্থনীতি জড়িয়ে আছে।

সাংবাদিক: জার্মান জাতির জন্য আপনার বার্তা কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন: জার্মান জাতির জন্য বার্তা এটিই যে, সহনশীলতার স্পৃহা তারা নিজেদের মধ্যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও তৈরী করেছে। যাইহোক তাদের সহনশীলতা, উদারতা প্রশংসনীয়। যতগুলি জাতি এখানে এসে বসবাস করতে শুরু করছে এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করছে এবং জার্মান জাতির অংশে পরিণত হয়েছে, তাদেরকে নিজের জাতির অংশে পরিণত করুন। জার্মান জাতিও একটি নির্দিষ্ট জাতি নয়। বিগত দুই বা চারশ বছরের ইতিহাস পড়লে জানা যাবে যে এদের মধ্যে বিভিন্ন জাতি যুক্ত হয়েছে। তাই উদারতা প্রদর্শন করা উচিত আর বহিরাগতদের নিজেদের মধ্যে সমন্বিত করে নেওয়া উচিত। আর যারা বহিরাগত, যাদের মধ্যে কয়েক লক্ষ তুর্কী এবং এশিয়ান বংশোদ্ভুত,তাদেরও এটি কর্তব্য যে তারা যেন মনে করে তারাও এদেশের অংশ আর স্বদেশের প্রতি বিশ্বস্ততা থাকাই কাম্য। আর বহিরাগত যারা এদেশের প্রতি বিশ্বস্ত, জার্মান নাগরিকদের উচিত তাদেরকে সম্মান করা।

২৬ শে মে, ২০১৫

হুযুর আনোয়ার (আই.)এর সঙ্গে অধ্যাপকবর্গের সাক্ষাত

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2020 -2022 Vol. 5 Thursday, 12 Nov, 2020 Issue No.46

MANAGER
NAWAB AHMAD
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

জার্মানীর বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে দশজন অধ্যাপক হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন।

প্রফেসর শ্রোটার সাহেবা ফ্রাঙ্কফোর্টের ইউনিভার্সিটির ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত বিভাগের নির্দেশক। আর ইউনিভার্সিটির ইসলামি জগত সম্পর্কিত গবেষণা কেন্দ্রেরও নির্দেশক।

অলিভার বার্টান্ড সাহেব প্রফেসর শ্রোটার সাহেবের বিভাগে গবেষক হিসেবে কাজ করেন।

প্রফেসর সাহেব জামাল মালিক সাবে এয়ারফোর্ট -এর ইউনিভার্সিটিতে ইসলাম ধর্মের বিষয়ে অধ্যাপনা করেন। তিনি পাকিস্তানী বংশোদ্ভুত।

ডক্টর মহম্মদ বিলদান সাহেব কিছুকাল পূর্বে ইন্ডোনেশিয়া থেকে মারবার্গ ইউনিভার্সিটিতে গবেষণার জন্য এসেছেন।

ডক্টর বোডনসেটাইন সাহেব ফ্রাঙ্কফোর্ট ইউনিভার্সিটিতে ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত বিভাগে অধ্যাপনা করেন।

রিদা ইনাম সাহেব গেসিন ইউনিভার্সিটির ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত বিভাগে অধ্যাপনা করেন।

আসিমা ওগার তুঙ্ক সাহেবাও গেসিন ইউনিভার্সিটির ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত বিভাগে অধ্যাপনা করেন।

ডক্টর ইউরগিন মিকাশ সাহেব ইব্রাহিমি ধর্মসমূহের ফোরামের সদর।

ডক্টর মিসবাহুর রহমান ফ্রাঙ্কফোর্ট ইউনিভার্সিটিতে ইসলামী বিভাগে অধ্যাপনা করেন।

এরা সকলে হুযুর আনেয়ারের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। হুযুর তাঁদের সঙ্গে একে একে পরিচিত হন।

এক অধ্যাপিকা বলেন, তিনি ধর্ম ও সংস্কৃতির মধ্যে তারতম্য সম্পর্কিত বিষয় নিয়ে গবেষণা করতে চান।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ধর্ম ও সংস্কৃতি দুটি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। এরজন্য আপনি দিবাচা তফসীরুল কুরআন, পড়ুন। হুযুর বলেন, এই বইটি সকলেই দেওয়া হোক। জার্মানী ভাষায় এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

এই পুস্তকে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধর্মের প্রয়োজন কেন আর ইসলামের প্রয়োজন কেন? ধর্ম কি আর সংস্কৃতি কি?

হুযুর আনোয়ার বলেন, ধর্মের কাজ হল মানুষ কিভাবে জীবনযাপন করবে এবং কোন পথ অবলম্বন করবে তার দিক-নির্দেশনা প্রদান করা। মানুষ যেন নিজেদের কর্মপন্থা এবং সংস্কৃতি দিয়ে ধর্মকে পরিবর্তিত করে না বেড়ায়।

উক্ত অধ্যাপিকা হুযুর আনোয়ারকে বলেন, 'আমি জার্মানীর জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করেছি। সেই সময় হুযুরকে অনেক দূর থেকে দেখেছিলাম। এখন আমি আপনার একেবারে সামনে বসে আছি, খুব কাছে থেকে দেখতে পাচ্ছি, যা আমাকে খুব আনন্দ দিচ্ছে। আমি দেখতে পাচ্ছি যে হুযুর একজন অত্যন্ত বিনয়ী ব্যক্তিত্ব।

একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, ধর্মের নামে ইহুদী ও খৃষ্টানদের মধ্যে অনেক ফির্কা রয়েছে আর প্রত্যেকেই নিজের নিজের অবস্থানে অবিচল আছে। কিন্তু ইসলামে যে ফির্কাগুলি রয়েছে সেগুলি পরস্পরের মধ্যে মতবিরোধ রাখে। তারা মাঝে মধ্যেই পরস্পরের বিরুদ্ধে বিবৃতি দিতে থাকে। মুসলমান হিসেবে সেই সব মতবিরোধগুলি দূর করা, এই বিবাদের মীমাংসা করা এবং সকলের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি গড়ে তোলা আমাদের দায়িত্ব।

প্রশ্ন করা হয় যে, সুন্নীদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ কেমন? এতে কি কোনও উন্নতি হয়েছে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, আমরা তো খোলাখুলি বলছি, আমাদের সঙ্গে যারা আলোচনা করতে আসতে চাই আসুক। আমরা এর জন্য তৈরী। কিন্তু চরমপন্থী ও উগ্র আমাদের বিরুদ্ধবাদী মৌলবীরা আসেনা। কিন্তু আমরা তৈরী আছি। আর যদি মঞ্চ তৈরী থাকে, তবে আমাদের মাঝে অভিন্ন ও সাদৃশ্যপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। খোদা এক, রসূল এক, কুরআন করীম এক, আঁ হযরত (সা.)-এর সুন্নত এক-এগুলি নিয়ে আলোচনা হতে পারে। তবে সেই বিষয়ে নয়, যেগুলি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে,যেমন ফিকাহ সংক্রান্ত বিষয়াদি।

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেছেন-

'সেই বিষয়ের দিকে এস, যেগুলি তোমাদের ও আমাদের মাঝে সাদৃশ্যপূর্ণ ও অভিন্ন।' কাজেই আমরা তো তৈরী, কিন্তু অপর দিক থেকে বিরোধীরা আসে না।

ডক্টর মহম্মদ বিলদান সাহেব অফ ইন্ডোনেশিয়া প্রশ্ন করেন যে, লাহোরী ও কাদিয়ানীদের মাঝে পার্থক্য কি? আর এটি কি বিষয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন- পরিভাষাটি কাদিয়ানী নয়, বরং মুবায়ে আহমদী এবং গায়ের মুবায়ে। হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) এ তিরোধানের পর যারা জামাতের ব্যবস্থাপনাকে স্বীকার করেছিল তারা হল মুবায়ে আর যারা স্বীকার করে নি, তারা হল গায়ের মোবায়ে। যারা খিলাফত ব্যবস্থাপনাকে ত্যাগ করেছিল, এরা সম্পদশালী ছিল। এখন অত্যন্ত নগণ্য সংখ্যায় তারা বিভিন্ন দেশে বসবাস করছে। দক্ষিণ আমেরিকার কিছু দেশে রয়েছে, প্রত্যেক দেশে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা আছে। পাকিস্তানের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা রয়েছে, ইন্ডোনেশিয়াতে তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনা রয়েছে। তাদের কোনও এক নেতা নেই। সংখ্যাও অকে কম। নিজেদেরমধ্যে দ্বিধাবিভক্ত। অপরদিকে জামাত আহমদীয়ার একজন ইমাম আছে, একজন খলীফা আছে। সমগ্র বিশ্বে একজনই নেতা আছেন। ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়া, অস্ট্রেলিয়া- সর্বত্রই আহমদীয়া জামাত একটি ব্যবস্থাপনা ও এক খলীফর অধীনে চলে। হুযুর আনোয়ার বলেন, আমি এমন অনেক মানুষের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি যারা আহমদীয়া খিলাফতকে মানে না ঠিকই, কিন্তু হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) কে মুজাদ্দিদ বা সংস্কারক হিসেবে মানে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আমার খিলাফতকালে অনেক গায়ের মোবাইন আহমদীয়াতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, আমাদের সঙ্গে সমন্বিত হয়েছে। আমাদের সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে, কিন্তু তাদের সংখ্যা উত্তরোত্তর হ্রাস পাচ্ছে। তাদের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রাখি। কথাবার্তা হয়। বার্লিন (জার্মানী) এ তাদের মসজিদ আছে যা সর্বপ্রথম মসজিদ। আমি নিজে সেখানে গিয়েছি এবং তাদের সঙ্গে সাক্ষাত করেছি।

এক প্রফেসর সাহেব প্রশ্ন করেন যে, হুযুর আনোয়ার মাথায় পাগড়ি পরিহিত, এটি কি কোনও বিশেষ পরিধান?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, এটি একটি ঐতিহ্যগত পোষাক। আমার পূর্বসূরিরাও এই পোষাক ব্যবহার করেছেন।

এটি কোন বিশেষ পাকিস্তানী পরিধান নয়। সালোয়ার কমীস, ট্রাউসার, জিন্স- যা খুশি পরতে চান, পরতে পারেন। ভিন্ন ভিন্ন জাতি আর ভিন্ন ভিন্ন পোশাক। একটি হল ইউরোপীয় সংস্কৃতি অপরদিকে আরবের মানুষ দীর্ঘ পোশাক ব্যবহার করে। ইন্ডোনেশিয়ার সংস্কৃতিও ভিন্ন। সেখানে রকমারি রঙের শার্ট ব্যবহার করা হয়। এইভাবে প্রত্যেক স্থানের নিজস্ব পোশাক রয়েছে। আবার নিজস্ব টুপিও আছে। হুযুর আনোয়ার জার্মানীর আমীর সাহেবের দিকে দৃষ্টিপাত করে বলেন, আমীর সাহেব নিজের বিশেষ ধরণের টুপি পরেছেন।

দাড়ি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে হুযুর আনোয়ার বলেন: এটি আঁ হযরত (সা.) এর সুন্নত বা রীতি ছিল। যদি তাঁর প্রতি ভালবাসা থাকে, তবে তাঁর রীতি অনুসরণ করতে হবে। একজন পুরুষকে পুরুষের মত দেখতে হওয়া চাই। আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, গোঁফ ছাঁটাই করা এবং দাড়ি বড় রাখা উচিত।

হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন, দাড়ি রাখা সুন্নত, কিন্তু তা কত বড় রাখা উচিত তা আপনার উপর নির্ভর করে। আপনি যেভাবে খুশি রাখতে পারেন।

ইব্রাহিমী ধর্ম এবং অ-ইব্রাহিমী ধর্মের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার বিষয়ে একটি প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, সমস্ত ধর্ম খোদা তা'লার পক্ষ থেকে আগত।খোদা তা'লা প্রত্যেক জাতিতে নবী প্রেরণ করেছেন। তাই খোদার পক্ষ থেকেই যখন সমস্ত ধর্ম এসেছে, সেক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা বাঞ্ছনীয়। (ক্রমশ....)

মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

তোমরা পরস্পর শীঘ্র বিবাদ মীমাংসা করে ফেল এবং নিজ ভাইয়ের অপরাধ ক্ষমা কর, কেননা যে ব্যক্তি যে নিজ ভাইয়ের সঙ্গে মীমাংসা করতে রাজি হয় না, তাকে বিচ্ছিন্ন করা হবে, সে বিভেদ সৃষ্টি করে। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২১)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)**

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir